আমাদের নেছাবেতালীমে

কোরআন ও হিফযুল কোরআন

আবু তাহের মিছবাহ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

আমাদের নেছাবেতালীমে

কোরআন ও হিফযুল কোরআন

(রজব ৪৭ এর মজলিসে যারা এসেছে তাদের, এবং যারা আসেনি তাদেরও কল্যাণ কামনা করে।)

আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্
হযরতপুর, কেরাণীগঞ্জ
ঢাকা-১৩১৩

প্রকাশনায়
দারুল কলম
আশরাফাবাদ, (কুমিল্লা পাড়া)
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১

জাওয়াল- ০১৬৭৫-৪৭৭৯৪৪

আমাদের নেছাবে
কোরআন ও হিফযুল কোরআন

দারুল কলম
আশরাফাবাদ, (কামরাঙ্গীরচর)
ঢাকা-১২১১

(সর্বস্বত্ব লেখকের)

দারুল কলম প্রকাশনা-৫০

প্রথম প্রকাশ
রজব ১৪৪৭ হি./ডিসেম্বর ২০২৫ ঈ.

জাওয়াল- ০১৬৭৫-৪৭৭৯৪৪

হাদিয়া : ত্রিশ টাকা মাত্র।

পূর্বকথা

কয়েকবছর আগে (.....) মাসিক আলকাউছারে কোরআনুল কারীম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যার জন্য হযরত আদীব হুযূর দামাত বারাকাতুহুম অতি অসুস্থতার মধ্যে একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন জনাব মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ ও জনাব মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ। সাক্ষাৎকারটি কাগজে তুলে হযরত আদীব হুযূরের সামনে পেশ করা হয়। তখন ঐ অসুস্থতার মধ্যেই সাক্ষাৎকারটি তিনি নিজ কলমে আগাগোড়া সম্পাদনা করে দেন, বরং বলা যায়, পুরোটা নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে দেন। সাক্ষাৎকারটি যথাসময় আলকাউছারের কোরআনুলকারীম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সুধীমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

ঐ সাক্ষাৎকারে হযরত আদীব হুযূর 'আগে ফাহমুল কোরআন, তারপর হিফযুল কোরআন' এই শিরোনামে একটি মৌলিক ও বুনিয়াদি চিন্তা তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে দুঃখজনক সত্য এই যে, হযরত আদীব হুযূরের ঐ বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে তাত্ত্বিকভাবে একাত্মতা প্রকাশ করা হলেও মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ ছাড়া কোথাও তার প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয়নি।

বাস্তব সত্য হল, কোন লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ঐ সংখ্যাটি যখন বিগত হয়, তখন তার লেখাগুলোও 'অতীত' হয়ে যায় এবং সবার নাগাল থেকে দূরে চলে যায়।

আলকাউছারে প্রকাশিত আদীব হুযূরের মূল্যবান সাক্ষাৎকারটিও এই বাস্তবতার বাইরে নয়। অবস্থা তো এই যে, বহু কাছের মানুষেরও এখন জানা নেই, এমন একটি সাক্ষাৎকার কখনো কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল; যাদের জানা আছে তাদের আবার ঐ সংখ্যাটি হাতের নাগালে নেই। এ বিষয়ে আমাদের কাছে কিছু উদাহরণ আছে। এমনকি সাক্ষাৎকারটি

পুস্তিকা আকারে প্রকাশের জন্য বহু অনুরোধও এসেছে এবং আসছে। এ কারণে উক্ত মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি আমরা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আলকাউছারের প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে সাক্ষাৎকারটি দারুল কলম থেকে এই যে এখন প্রকাশিত হল। আশা করি, 'ফাহমুল কোরআন ও হিফযুল কোরআন' সম্পর্কে আদীব হুযূরের বিপ্লবী চিন্তাটি এখন বেশী বেশী মানুষের হাতে পৌঁছতে থাকবে ইনশা আল্লাহ্।

আল্লাহ্ যেন ভরপূর কবূল করেন এবং মাকবূল করেন, আমীন।

আরেকটি কথা! সম্প্রতি হযরত আদীব হুযূর দামাত বারাকাতুহুম হিফযুল কোরআনের ইখতিতামি মজলিসে তার চিন্তা সম্পর্কে মূল্যবান কিছু আলোচনা করেছেন। সাক্ষাৎকারের সঙ্গে ঐ আলোচনাটিও সংযুক্ত করছি।

প্রিয় পাঠক! হযরত আদীব হুযূরের পূর্ণ সুস্থতা এবং নেক ও দীর্ঘ হায়াতের জন্য আপনার কাছে অত্যন্ত আকুতির সঙ্গে দু'আ চাই, যাতে তাঁর যিন্দেগী থেকে আমরা আরো বেশী উপকৃত হতে পারি; আমাদের সন্তানেরাও যেন উপকৃত হতে পারে। কারণ মাদানী নেছাবের অনেক কাজ এখনো বাকি! মানযিল এখনো বহু দূর!

আয় আল্লাহ্! আয় শাফী! আয় কাফী! আপনি আমাদের দু'আ ও আকুতি কবূল করুন, আমীন।

আমাদের চিন্তাশীল প্রিয় পাঠক, প্রিয় ভাই ও বোন! আসুন আমরা পূর্ণ একাগ্রতা ও একাত্মতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অঙ্গনে প্রবেশ করি, আমাদের সন্তানদের জন্য নতুন কিছু পাওয়ার আকুতি নিয়ে।

নিজেও সুখে থাকুন, আপনার চারপাশের সবাইকে সুখে রাখুন।

ইতি---

মুহাম্মদ বিন মিছবাহ

৭ই রজব, ৪৭ হি./২৮শে ডিসেম্বর ২০২৫ খৃ.

আদীব হুযূরের সাক্ষাৎকার

যাকারিয়া আবদুল্লাহ : আস্‌সালামু আলাইকুম।

আদীব হুযূর. : ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্, জী, আসুন, কেমন আছেন?

যাকারিয়া : আলহামদু লিল্লাহ্, আল্লাহ্ ভালো রেখেছেন। হুযূর কেমন আছেন?

আদীব : আলহামদু লিল্লাহ্, আল্লাহ্ যখন যে অবস্থায় রাখেন তাই ভাল; এমনিতে আজ অসুস্থতা অনেক বেশি। দুঃখিত, শুয়ে শুয়ে কথা বলতে হচ্ছে। শুনলাম, মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ এখনো পথে আছেন? হয়ত যানজটে আটকা পড়েছেন।

যাকারিয়া : আশা করি, কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন।

আদীব : ভাই, সব সময় তো সুযোগ হয় না, এই সুযোগে একটা কথা বলতে চাই। খুব কমসংখ্যক মানুষ *'কেমন আছেন'* বলে কুশল জিজ্ঞাসা করে। আমার ছাত্ররা পর্যন্ত বলে, 'হুযূরের শরীরটা কেমন আছে।' ভাবুন তো শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা কত স্থূল! বিশেষ করে কোন পুরুষ যখন কোন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার শরীরটা কেমন আছে!' আমার সামনেও এটা ঘটে! আমার রুচিশীলতা আহত হয়। তবু নীরব থাকি সংযমের সঙ্গে।

সবাইকে তো বলি না, সবার সঙ্গে তো আর অন্তরঙ্গতা থাকে না। অন্তরঙ্গতা আছে এমন দু'একজনকে অবশ্য বলি, 'ভাই, শুধু শরীরটাই তো আমি নই : শরীর ও মন এবং দেহ ও আত্মা দুটো মিলেই না আমি, তো এমনভাবে জিজ্ঞাসা করো না কেন, যাতে শরীর-মন ও দেহ-আত্মা উভয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হয়ে যায়!

আপনার কুশলজিজ্ঞাসা শুনে মনটা সজীব হয়ে উঠেছে। যদি ওভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, আরও অসুস্থবোধ করতাম। জাযাকাল্লাহু খায়রান।

যাকারিয়া : অনেক আগে একবার হুযূরের মুখে এ বিষয়ে শুনেছিলাম,

হয়তো সেকারণেই আমার মধ্যে সেটা এসে গেছে।

আদীব : আসলে আপনি রুচিবান মানুষ। তাই স্বভাবের ডাকেই আপনি রুচিশীল শব্দ উচ্চারণ করেন।

তো আসুন, যে উদ্দেশ্যে আসা সেটা শুরু করি।

যাকারিয়া : জী, সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য হুযূর আমাকে এবং ভাই শরীফ মুহাম্মদকে নির্বাচন করেছেন শুনে খুব খুশি হয়েছি। আমাদের জন্য তো এটা বড় সৌভাগ্যের কথা।

আদীব : আবার তো কথা ছড়িয়ে যাচ্ছে, নিন, শুরু করুন।

যাকারিয়া : জী, কোরআনুল কারীমের ওপর আলকাউছারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। সেজন্য হুযূরের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি। তো প্রথমে কোরআন মাজীদ সম্পর্কে হুযূরের অনুভব-অনুভূতি জানতে চাই।

আদীব : কোন্ হুযূরের? আপনি কি তৃতীয় কোন ব্যক্তির কথা বলছেন?

যাকারিয়া : মানে আপনার।

আদীব : তাহলে সেভাবেই বলুন না। আমি তো আপনার সামনেই আছি! আমাকে সম্বোধন করুন না! এটা আবার কোন রকমের আদা ও আন্দায! আমার ছাত্ররাও এভাবে কথা বলে, আমার খুব অস্বস্তি লাগে। আচ্ছা, ছাহাবায়ে কেরাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতেন? প্রত্যক্ষ সম্বোধন তো! আরবরা এখনো আচরণে উচ্চারণে খুব সাবলীল। 'হুযূর কেবলা'জাতীয় কথা আসলে আজমিদের স্বভাব।

যাকারিয়া : জী, কোরআন মাজীদ সম্পর্কে আপনার অনুভব-অনুভূতি জানতে চাই।

আদীব : দেখুন, প্রশ্নটা এভাবে যে কোন কিতাব এবং যে কোন সাধারণ বিষয় সম্পর্কে হতে পারে, তখন নিজের অনুভব-অনুভূতি ব্যক্তও করা যায়; কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কে এটা চলে না। হাঁ, জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আল্লাহ্‌র কালাম সম্পর্কে একজন মুমিনের অনুভব-অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত? তো এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কালাম নিজেই আমাদের হেদায়েত দিয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

কোরআনের তিলাওয়াত মুমিনের দিলে আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত করবে, তার দিলের ঈমান বাড়িয়ে দেবে, ঈমান আরও তাজা করবে, আর আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবে।

যাকারিয়া : আরেকটি আয়াত মনে পড়ছে–

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

আদীব : জী, প্রেক্ষাপট যাই হোক সাধারণ অর্থ তো এটাই। আল্লাহ্র কালাম শুনে মুমিন তো সিজদায় লুটিয়ে পড়বে, আর জারজার হয়ে কাঁদবে। দেখুন আল্লাহ্ বলছেন–

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

কোরআন তো এমন যে, মুমিনের হৃদয়কে তা বিগলিত করে, হক ও সত্যকে তার সামনে তুলে ধরে, আর আল্লাহ্র সমীপে আত্মনিবেদনে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। তো কোরআন সম্পর্কে এই তো হওয়া উচিত পুরো উম্মতে মুসলিমাহ্র অনুভব-অনুভূতি; অন্তত যারা আহলে ইলম এবং আমরা যারা তালিবানে ইলম।

যাকারিয়া : এই মানদণ্ডে বিচার করলে আমরা কী দেখতে পাই?

আদীব : উত্তর তো পরিষ্কার। তবে আমি বলি কী! হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মেহনত-মুজাহাদা করি, যাতে কোরআনের সঙ্গে এই 'হৃদয় বিগলিত করা' সম্পর্ক আরও সজীব হয়, আরও গভীর ও নিবিড় হয়, তাহলে পুরো সমাজে, পুরো পরিবেশে এর প্রভাব পড়বে ইনশা আল্লাহ্।

যাকারিয়া : তো হুযূরের কাছে জানতে চাচ্ছি, এই যে হৃদয় বিগলিত

করা অনুভব-অনুভূতি, কোরআনের সঙ্গে এ সম্পর্কটা আমাদের কীভাবে হতে পারে?

আদীব : দেখুন, যদি উর্দুতে বলি তাহলে বলব, 'দর্‌দে দিল কে সাথ তিলাওয়াত করনা', তো এই যে দরদ-ব্যথার সঙ্গে তিলাওয়াত, এটা আমাদের পেয়ারা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শুরু হয়েছে। কেমন ছিল আমাদের নবীজীর তিলাওয়াত?! সম্ভবত مِرْجَل শব্দটি হাদীস শরীফে এসেছে। ডেগের ফুটন্ত পানি যেমন টগবগ করে তেমন একটা আওয়াজ তাঁর বুক থেকে বের হত, না! এটা তো আল্লাহ্‌র নবী নিজে বর্ণনা করেননি যে, আমার দিল থেকে এরকম আওয়াজ বের হয়, বরং ছাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হল, ছাহাবা ঐ আওয়াজ শুনতে পেতেন। হায়, কেমন ছিল সেই আওয়াজ! আর তা শুনতে পেয়ে ছাহাবায়ে কেরামেরই বা দিলের... হালাত কেমন হত!!

এমন বর্ণনাও আছে, আল্লাহ্‌র নবী কোন ছাহাবীকে বলেছেন, আসমান থেকে স্বয়ং আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, যেন তোমার তিলাওয়াত শুনি! সম্ভবত হযরত উবাই ইবনে কা'ব (র), তিনি আত্মহারা হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার রব্ কি আমার নাম নিয়েছেন! أو سماني ربي তো চিন্তা করুন, বিশেষ ছাহাবীকে এ আদেশ করার কী কারণ? এটাই তো যে, তাঁর তিলাওয়াতে 'বিগলিতিগুণটি' ভিন্ন মাত্রায় ছিল!

আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে! রাতে মসজিদে নববীতে কোন ছাহাবী তিলাওয়াত করছেন। সকালে আল্লাহ্‌র নবী তাঁকে বললেন, রাতে তোমার তিলাওয়াত শুনেছি, ভাল লেগেছে! ছাহাবী বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি জানতাম তাহলে তিলাওয়াত আরো সুন্দর করতাম। (আও কামা কালা)

এটা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে যুগ যুগ ধরে উম্মতের মধ্যে ছিল, যত দুর্বল মাত্রায় হোক, এখনো তা আছে।

যাকারিয়া : কিতাবের পাতায় আহ্‌লে দিল মানুষের যে হালাত পাওয়া যায় তা তো রীতিমতো বিস্ময়কর।

আদীব : শুধু কিতাবের পাতায় কেন, পটিয়ায় আমাদের উস্তায, মরহুম

কাদীম ছাহেব হুযূর ফজর নামায পড়াতেন। বিশ্বাস করো আমার ভাই, তিনি যেমন কাঁদতেন, তেমনি কাঁদত পুরো জামাত, মনে হত দিলটা বুঝি গলেই যাবে! কেন জানি, আমার তখন মনে পড়ে যেত ঐ হাদীস! কখনো তাঁর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েছি, টগবগ কোনো আওয়াজ শুনিনি, তবে মনে হত, মানুষটা কি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে! ঐ তিলাওয়াতের নেক আছরে সারাটা দিন নিজেকে মনে হত বড় পবিত্র।

যাকারিয়া : এমন হৃদয় বিগলিত করা তিলাওয়াত শোনার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে, আলহামদু লিল্লাহ্।

আদীব : বললাম যে, যত দুর্বল মাত্রায় হোক এখনো তা আছে, থাকবে। এই দেখুন, মনে পড়ে গেল। কয়েকদিন আগের কথা। জুমার দিন হযরতপুর ছিলাম, আমি এবং উম্মে মুহাম্মদ। মসজিদে এক তালিবে ইলম সূরা কাহফ তিলাওয়াত করছে। পর্দার আড়াল থেকে শুনছি। মাশা আল্লাহ্! দিলটা যেন গলে যায়! উম্মে মুহাম্মদকে বললাম, দেখ, এই তালিবে ইলম, তার আওয়াজ বলছে, বুঝে বুঝে, স্বাদ গ্রহণ করে করে তিলাওয়াত করছে। ইচ্ছে হচ্ছিল কাছে গিয়ে বলি, জাযাকাল্লাহু খায়রান।

যাকারিয়া : আলহামদু লিল্লাহ্! জাযাহুল্লাহু খায়রান, ওয়া ইয়্যাকা।

আদীব : ওয়া ইয়্যাকা ইয়া যাকারিয়া। আহ্! আনওয়ার শাহ! হযরত মাওলানা আতহার আলী ছাহেব রহ.র ছাহেবযাদা। জীবনে একবারই গিয়েছিলাম কিশোরগঞ্জ। শহীদী মসজিদে ফজর পড়েছিলাম তাঁর পিছনে। ওয়াল্লাহি! সেই তিলাওয়াতের মধুরতা ও মাধুর্য এখনো যেন অনুভব করি! তো ভাই, এমন তিলাওয়াতের ফেযা ও পরিবেশ কায়েম করেন, ঘরে, পরিবারে, সমাজে, বিশেষ করে আমাদের তালিবানে ইলমের মধ্যে। দেখুন, يَتْلُوا عَلَيْهِمْ এটা কিন্তু নবুওতী কাজ, আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে তিলাওয়াতে কোরআনের সেই নূরানী ফেযাটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। এটা তো নবুয়তের মিরাছ ও নিয়াবাত!

যাকারিয়া : তো এজন্য আমাদের কী করণীয়?

আদীব : ভাল কথা, দেখুন, এজন্য প্রথমেই দরকার ফাহমে কোরআন। শব্দটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। একটু আধটু তরজমা বুঝতে পারা, আর ফাহমে কোরআন কিন্তু এক কথা নয়। আল্লাহ্ আমাকে সম্বোধন করে কী বলছেন, তা বুঝতে পারা এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করা। এই অনুভবের সঙ্গে যখন তিলাওয়াত হবে, গলার আওয়াজ থেকে তখন দরদ ব্যথা ঝরে ঝরে পড়বে। তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের দিল গলে যাবে। এটা ফাহম ও বুঝ-উপলব্ধি ছাড়া সাধারণত হয় না।

যাকারিয়া : আপনি অনেক গভীরে চলে গিয়েছেন। আমি আমার মত করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি।

আদীব : তো যারা ফাহমে কোরআন থেকে তিলাওয়াত করে এমন মানুষ কম হলেও থাকে, তাদের তিলাওয়াত শুনলে দিল গলে। আমার মনে হয়, এরকম তিলাওয়াত শোনা উচিত।

একটা হল, আয়াত পড়লাম। চিন্তা করে, লুগাত খুলে অর্থ বের করে তরজমাটা বুঝলাম। আরেকটা হল, আয়াত তিলাওয়াত করলাম, আর তার ভাব ও মর্ম অন্তরকে স্পর্শ করল। দিলের মধ্যে একটা ঢেউ, মউজ, তরঙ্গ সৃষ্টি হল। দিলের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রায় এটা হয়, কিছু না কিছু হয়। এটাই হল ফাহম, ফাহমে কোরআন। বাংলায় বলতে পারেন, বুঝ-উপলব্ধি।

যাকারিয়া : তো এখানে অনিবার্যভাবেই নেছবে তালীমের কথা চলে আসে। আমাদের বর্তমান তালীমের কথা চলে আসে। কোরআনুল কারীম বিষয়ে নেছাবে যা কিছু আছে, তার মাধ্যমে ফাহমে কোরআন কীভাবে অর্জিত হতে পারে- এ বিষয়ে একটু শুনতে চাচ্ছি।

১. হাদীসটির আরবী পাঠ এই-

عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : رأيت رسول الله ﷺ يصلى وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء

-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৩১২, ১৬৩২৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৯০৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৫৩

আদীব : এবার আপনি আসল জায়গায় চলে এসেছেন। এ কথা সত্য যে, শুরু থেকে কোরআনুল কারীমের সঙ্গে একজন তালিবে ইলমের কী- ভাবে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে এবং পর্যায়ক্রমে তাতে বিস্তৃতি ও গভীরতা আসতে পারে, এ বিষয়ে আমাদের নেছাবে তালীম ও শিক্ষা -ব্যবস্থায় কোন উদ্যোগ-আয়োজন নেই; হয়ত উলূম ও ফুনূন হাছিল করার আগে মাআনীয়ে কোরআনের তালীম দেওয়া হোক- এটা সঙ্গতই মনে করা হয়নি। ঘটনা যাই হোক, বাস্তবতা হল, মাআনীয়ে কোরআনের সঙ্গে আমাদের তালিবানে ইলমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে বিলম্ব হয়ে যায়। ফলে অনেকের কিন্তু তরজমাই বোঝা হয় না, ফাহম তো পরে, আল্লাহ্‌র কালামের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং দিলের জাযব ও তাআল্লুক তো আরও পরের কথা।

যাকারিয়া : আগেও তো এই নেছাবই ছিল, কিন্তু কোরআনের সঙ্গে ঐ অন্তরঙ্গ সম্পর্কটা তো তৈরি হত। এখন কেন হয় না? আসলে সমস্যাটা কোথায়?

আদীব : খুশি হলাম। জরুরি প্রসঙ্গ এনেছেন। শরীফ মুহাম্মদ থাকলে ভাল হত। দেখুন, আগে যে হত, সাধারণত সেটা কী পরিমাণে হত? দ্বিতীয়ত সেটা যতটা না নেছাবে তালীম দ্বারা হত তার চেয়ে বেশি হত ব্যক্তির ছোহবত দ্বারা; কিন্তু ফাহমে কোরআনের ধারাটি বহাল না থাকার কারণে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে ঐ তিলাওয়াতটা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আরেকটা কথা মনে রাখা দরকার, আমি কিন্তু এখন শুধু তিলাওয়াত সম্পর্কে বলছি। তালীম বা তাযকিয়া সম্পর্কে বলছি না। প্রতিটির নিজস্ব ভূমিকা রয়েছে কোরআনের সঙ্গে হৃদয়ের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পেছনে।

আমি শুধু বলছি يَتْلُوا عَلَيْهِمْ এটার বিরাট সম্পর্ক রয়েছে উম্মাহর জীবনে। এমন তিলাওয়াত যার সঙ্গে রয়েছে ফাহমের সম্পর্ক, বোধ ও উপলব্ধির সম্পর্ক, যা দিলের মধ্যে মউজ পয়দা করে।

যাকারিয়া : তাহলে আমাদের নেসাবে তালীমের প্রকৃতিটা কেমন হওয়া

উচিত, যাতে ফাহমে কোরআনের মালাকা বা স্বভাবযোগ্যতা হাসিল হয়?

আদীব : মাশা আল্লাহ্, কত সুন্দর প্রশ্ন! দেখুন, আমাদের জীবন বলেন, শিক্ষাজীবন বলেন, প্রথমে কোরআন, তারপরে সুন্নাহ্ দুটোই হবে কেন্দ্রবিন্দু। তো নেছাবে তালীম এমন হওয়া দরকার, যাতে শুরু থেকেই তালিবে ইলমের জীবনে কোরআন ও সুন্নাহ্র জীবন্ত উপস্থিতি এবং প্রাণবন্ত ভূমিকা থাকে। তালিবে ইলম যেন প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করতে পারে, কেন আমি পড়ছি? আমার শিক্ষাজীবনের উদ্দেশ্য কী? দেখুন, আলিফ-বা, অর্থাৎ কোরআনের হরফপরিচয় দিয়ে একটি শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। এটা খুবই বরকতপূর্ণ বিষয়, এমনকি বাংলা বর্ণমালারও আগে এটা করা হয় আমাদের সাধারণ মক্তবগুলোতে, কিন্তু তারপরই যেন আমরা খেই হারিয়ে ফেলি। হিফযখানায় গিয়ে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্কটা হারিয়ে যায়।

যাকারিয়া : হুযূর, আমি কিন্তু অবাক। হিফয মানে তো আগাগোড়া কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক! হিফযখানায় এসে তালিবে ইলম খেই হারিয়ে ফেলে, এর মানে কী?

আদীব : অবাক হতেই পারেন, আমি বাধা দেব না। আসল কথা হল. মক্তবে নাযেরার স্তরটা তো হল মজবুরি। তাছাড়া, তাতে মেধার ওপর, চিন্তার ওপর ততটা চাপ পড়ে না। কিন্তু হিফযখানায় এসে এই চাপটা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যায়। নইলে হিফযখানা থেকে পালিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা, এর অন্য কী কারণ থাকতে পারে? হয়ত আছে, তবে এটাই বড় কারণ। শিশুর বহনক্ষমতার উপর অতিরিক্ত চাপ।

যাকারিয়া : হিফযখানায় হিফয করা ছাড়া আর কী করণীয় থাকতে পারে?

আদীব : সেটাই তো বলছি মেরে ভাই! এই পদ্ধতিটা স্বাভাবিক নয়, ফিতরি নয় : এভাবে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক হয় না, অন্তরঙ্গতা হয় না, বরং অবচেতনভাবেই একটা عدم انس বা ওয়াহশাত ও অনন্তরঙ্গতা

তৈরি হয়ে যায়। আর বিভিন্ন উপসর্গ তো আছেই। যাক সে প্রসঙ্গ; যদি কখনো সুযোগ হয়, এবিষয়ে আরও কথা বলা যাবে।

তো ঠিক আছে, মেনে নিলাম, মক্তব, হিফযখানা পর্যন্ত কোরআনের সঙ্গে কিছু না কিছু সম্পর্ক ছিল। কিতাবখানায় এসে কী হল? উর্দু-ফারসী-ফিকাহ : কিতাবের নাম যদি বলি, উর্দু কি পহেলী, ফারসি কি পহেলী, কারীমা, পান্দে নামা, তালীমুল ইসলাম, বেহেশতি যেওর শুরু হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে أين القرآن কোরআন কোথায় গেল? সুন্নাহ্ কোথায় গেল? শিক্ষাজীবন থেকে হঠাৎ করেই যেন অদৃশ্য হয়ে গেল!

যাকারিয়া : আমার যদ্দূর মনে হয়, কিতাবখানায় এসে অনেক তালিবে ইলমের হিফযটাও দুর্বল হয়ে যায়।

আদীব : ঠিক বলেছেন। তিক্ত হলেও এটাই বাস্তব। এজন্য নেছাবে তালীম সম্পর্কে আমাদের চিন্তাপদ্ধতিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। যেমন কোরআনের হরফপরিচয় দিয়ে শুরু হয় তালিবে ইলমের শিক্ষা-জীবন, তো কোরআনের সঙ্গে এ সম্পর্কটা পর্যায়ক্রমে, ধারাবাহিকভাবে, স্তরে স্তরে গভীর থেকে গভীর হওয়া দরকার ছিল।

যাকারিয়া : এখান থেকেই কি আপনার চিন্তায় মাদানী নেছাবের বিষয়টি এসেছে?

আদীব : এটা একটা বড় কারণ ছিল, তবে সর্বপ্রধান কারণ নয়। মাদানী নেছাব আসলে দ্বীনী শিক্ষা বলুন, আর আধুনিক শিক্ষা, আমাদের সমগ্র জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের এক স্বপ্ন ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, বাকি আল্লাহ্ সহায়।

যাকারিয়া : আল্লাহ্ কবূল করুন। মাদানী নেছাবে কোরআনুল কারীমের অবস্থান ও ভূমিকা কী, এ সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন!

আদীব : আসলে আমাদের কথা ছিল কোরআন ও সুন্নাহ্। তো মাদানী নেছাবে আমরা চেষ্টা করছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তালিবে ইলমের শিক্ষাজীবনে এবং তার কর্মজীবনে কোরআন ও সুন্নাহ্র সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক, যেটাকে বলে 'অটুট বন্ধন', সেটা যেন তৈরি হয়ে যায়।

যাকারিয়া : তালিবে ইলম তো শুরুতে কিছুই বোঝে না, হিফযখানার ক্ষেত্রে যেটা আপনি বলছেন, বরং একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে আরবী ভাষাটা শিখতে হয়। তারপরেই না আসে ফাহমে কোরআনের বিষয়। তো শুরু থেকেই কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক কীভাবে শুরু হয়, কীভাবে তা অগ্রসর হয়?

আদীব : দেখুন, মাদানী নেসাব... ওয়ালাইকুমুস্ সালাম, এই যে শরীফ, এসে গেছে। আমি তোমার খুব ইন্তেযার করছিলাম। যানজটে পড়েছিলে বুঝি!

শরীফ : আসলে যানজট ছিল না, অলসতার কারণে বের হতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল।

আদীব : তুমি তো দেখি ভাল মানুষ! যানজটের মতো একটা জ্যান্ত অজুহাত থাকতে দোষটা কিনা নিজের ওপর নিয়ে নিচ্ছ! নাহ, তুমি আর চালাক হতে পারলে না! তবে তোমার সরলতাকে ধন্যবাদ। আচ্ছা...।

যাকারিয়া : মাদানী নেছাব সম্পর্কে কথা হচ্ছিল।

আদীব : হাঁ, কি যেন বলছিলাম! তো শরীফ, তোমার সহকর্মী প্রশ্ন করেছেন, মাদানী নেছাবে তালিবে ইলমের সঙ্গে কোরআনের সম্পর্কটা তৈরি হয় কীভাবে? সে তো অর্থ বোঝে না। তো সুন্দর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এক মা তার সন্তানকে, প্রথমে ছেলেকে, তারপর মেয়েকে আলিফ-বা পড়িয়েছেন, নাযেরা পড়িয়েছেন। এরপর তো স্বাভাবিক নিয়মেই হিফযের মারহালা, ঘরে, বা হিফযখানায়। তবে আল্লাহ্র শোকর, মা ছেলের সামনে الطريق إلى العربية (এসো আরবী শিখি) রাখলেন। প্রথমেই রয়েছে সিন্দুক ও তালা-চাবির একটি চিত্র। ছেলেটি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল, আম্মু, আমি বুঝতে পেরেছি! সিন্দুকটা হল কোরআন আরবীভাষা হল চাবি। আরবীভাষা শিখলে কোরআনের তালা খুলে যাবে। আমি কোরআন বুঝতে পারব! আম্মু, আমার কতদিন লাগবে আরবী শিখতে?! বুদ্ধিমতী মা বাচ্চাকে বুঝিয়ে বললেন, দু-তিন দিন পরেই তো তুমি একটু একটু করে

বুঝতে শুরু করবে। তারপর ছেলে নিজেই মাকে বলে, আম্মু এই যে ذلك কোরআন শরীফে আছে না, ذلك الكتاب আল্লাহ্‌র কী শান। তিন বছর পর মেয়েটির সঙ্গেও ঘটল একই ঘটনা।

তো এভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়, হতে থাকে। মাত্রা ও পরিমাণ অবশ্য নির্ভর করে তালিবে ইলমের দিল, উস্তাযের দরদ এবং মা-বাবার ব্যাকুলতার ওপর।

যাকারিয়া : বিষয়টি আমি অনুভব করতে পারছি, কিন্তু প্রশ্ন হল, হিফযের কী হবে?

শরীফ : হিফযের জন্য তো শিশু বয়সটাই সবচেয়ে উপযোগী বলে শুনে এসেছি।

আদীব : ঠিক আছে, একসময় আমাদের চিন্তার সীমানা এতটুকুই ছিল। সে হিসেবে আমরা এমন ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু চিন্তার দুয়ারটা বন্ধ হয়ে যাবে কেন? উন্নত থেকে উন্নততর কিছু কি বের হয়ে আসতে পারে না?

যাকারিয়া : দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে তো সারা বিশ্বেই এটা হচ্ছে।

আদীব : আমাদের ক্ষেত্রে কেন তা হচ্ছে না?। যাক পরে যদি সুযোগ হয়, ইনশা আল্লাহ্ এ বিষয়ে আরও কথা হবে।

শরীফ : তো আমরা আগের কথায় ফিরে আসি।

আদীব : দেখ শরীফ, আমার একটা কথা। আমি আজনবি কেউ নই। তোমাদেরই পরিবারের একজন। যা বলার, বলছি সবার কল্যাণচিন্তা থেকে। আমাদের সামনে কিন্তু অস্তিত্বের সংকট। যোগ্যতা ছাড়া অস্তিত্ব রক্ষা করার কোনো উপায় নেই। দরদি মানুষের কথাগুলো দরদের সঙ্গেই বিবেচনা কর।

শরীফ : হুযূর, আলহামদু লিল্লাহ্, যদ্দূর জানি। সুন্দর একটা পরিবর্তন আসছে। আপনার দরদ, আপনার বার্তা সবার হৃদয়কে স্পর্শ করছে।

আদীব : যাক কথা হচ্ছিল মাদানী নেছাবে কোরআনের সঙ্গে তালিবে ইলমের সম্পর্ক প্রসঙ্গে। তো বলছিলাম। পুরো হিফযখানার দুই-তিন-চার বছর কোরআন বোঝার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয় না, হওয়ার

ব্যবস্থাই তো নেই। কিতাব-খানায়ও শুরুর দু-তিন বছর একই অবস্থা। পক্ষান্তরে মাদানী নেছাবে প্রথম বর্ষ থেকেই, বরং প্রথম দিন থেকেই একটু একটু করে বুঝ-পরিচয় শুরু হয়ে যায়। তো الطريق إلى العربية যদি ঠিকমতো পড়া হয় এবং পড়ানো হয়, তাহলে তালিবে ইলমের মধ্যে এক বছরেরও কম সময়ে এই পরিমাণ ইস্তেদাদ ও যোগ্যতা হয়ে যায় যে, কোরআনের অনেক আয়াত সে বুঝতে পারে। এখানে আমি আগের কথাটি আবার বলব, শুধু তরজমা বোঝা নয়, আল্লাহ্‌র কালামের বাণী ও মর্ম তার মতো করে হৃদয়ঙ্গম করা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করা।

শরীফ : আমরা যখন পড়েছি, এখন তো আরও উন্নত হয়েছে। কিছু কিছু মনে আছে, যখন একটা দুটো আয়াত বুঝতাম, কী আনন্দ হত!

আদীব : আগেও বলেছি, এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে উস্তায কতটা দরদী, তালিবে ইলম কতটা নিবেদিত, মা-বাবা কী পরিমাণ ব্যাকুল তার ওপর। কিন্তু আফসোস! কত রকম অবস্থা যে দেখতে পাই!

যাকারিয়া : এটা নিয়ে আফসোস করে কষ্ট পাওয়া ঠিক নয়। দু-রকম অবস্থা সব সময়ই তো ছিল।

আদীব : যাক, বলছিলাম, কোরআনের ফাহম ও বুঝ-উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির মেহনতটা আমরা الطريق إلى العربية থেকেই শুরু করেছি। দেখ, তৃতীয় খণ্ডের শেষে একটা অধ্যায় হল কোরআনের নির্বাচিত আয়াত। তালিবে ইলমের ইস্তে'দাদ যেন বেষ্টন করতে পারে এবং বিষয়বস্তুও যেন তার সাধ্যের সঙ্গে খাপ খায়, সেটা লক্ষ্য রেখে আমরা কিছু আয়াত ইন্তেখাব করেছি। তারপর রয়েছে একইভাবে হাদীসের ইন্তেখাব ও নির্বাচন। তো এসো আরবী শিখিতে যে নমুনাটা এসেছে তা অনুসরণ করেই আমরা শেষ পর্যন্ত, বরং বলা ভালো, শেষের আগ পর্যন্ত যেতে চাই।

যাকারিয়া : এ চিন্তাটা কি পূর্ববর্তী কারো কাছ থেকে পেয়েছেন, না সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌প্রদত্ত?

আদীব : আল্লাহ্প্রদত্ত তো সর্বাবস্থায়ই। তবে এতটুকু বলতে পারি, আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ, বিশেষ করে হযরত মাদানী রাহ., হযরত থানভী রাহ. এবং আরও অনেকের দিলের আওয়াজ ছিল এটা যে, নেছাবে তালীমে শুরু থেকে কোরআন কে কেন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু কেন জানি তাদের দিলের আওয়াজ কাউকে জাগাতে পারেনি। কারো পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ আসেনি। দুয়েকজন যাও বা কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন, দুঃখের বিষয়, তাতে চিন্তার গভীরতা ছিল না।

যাকারিয়া : চিন্তার গভীরতা বলতে আপনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন, যদি খোলাছা করে বলতেন।

আদীব : আসলে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। শুয়ে শুয়েও কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

যাকারিয়া : শুরুতে যে অবস্থা ছিল, আমার তো আশঙ্কা হচ্ছিল, হয়তো খালি হাতেই ফিরে যাব। এখন তো আলহামদু লিল্লাহ্ আপনাকে অনেক সতেজ মনে হচ্ছে।

আদীব : আলহামদু লিল্লাহ্, এটা কোরআনের বরকত। তারপরও শরীরের বাস্তবতা কি অস্বীকার করা যায়?!

শরীফ : মাওলানা যাকারিয়া ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল গভীর চিন্তার বিষয়টা...

আদীব : শরীফ হল পেশাদার সাংবাদিক, তার দরকার সাক্ষাৎকার, মানুষটা গেল কি থাকল...!

শরীফ : হুযূর, আমি আর কী বলব, দিলের অবস্থা তো আল্লাহ্ জানেন।

আদীব : আরে ভাই, তোমার সঙ্গে مزاح ও পরিহাস করে একটু সজীবতা আনতে চাচ্ছি নিজের মধ্যে।

তো চিন্তার গভীরতার কথা যে বললাম, আমার জীবনে এর অভিজ্ঞতা আছে। আমি তখন নুরিয়ার শিক্ষক। একটা নেছাবি মজলিস হল। আমি প্রস্তাব রাখলাম, ফাহমে কোরআন বা কোরআন বোঝার মেহনতটা শুরু থেকেই হওয়া উচিত। সবার খুব পছন্দ হল এবং .. এবং মুহূর্তের

মধ্যে সমাধানও হয়ে গেল! 'হেদায়াতুন্নাহুতে সূরা ইউসুফটা দিয়ে দাও। কাফিয়ায় সূরা কাহাফটা দিয়ে দাও। আর শরহে জামিতে তো কোরআন তরজমা (আওয়াল তা আখের) আছেই। তো মূল বিষয়ে তারা একমত, কিন্তু চিন্তার গভীরতা, সেটা ছিল না। দেখুন সূরা ইউসুফে কত কঠিন শব্দ আছে, কঠিন তারকীব আছে, কত নাজুক বিষয়বস্তু আছে এসব চিন্তা না করে এই বয়স ও স্তরের তালিবে ইলমকে যদি সূরা ইউসুফ দিতে যাই, তাহলে এটা তো তার জন্য আলাদা একটা মাসআলা হয়ে যাবে, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং দিলের মুহাব্বতের পরিবর্তে।

পক্ষান্তরে বয়স, চিন্তার স্তর, ভাষাগত যোগ্যতা, এসব বিষয় সামনে রেখে সমগ্র কোরআন থেকে আয়াতের ইন্তেখাব করে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া, সাবলীলভাবে, স্বচ্ছন্দ গতিতে, এটা হল মাদানী নেছাবের চিন্তা ও বৈশিষ্ট্য। না হলে কিন্তু লাভের পরিবর্তে ক্ষতির আশঙ্কা। ফাহমে কোরআনের মেহনতটা যদি তালিবে ইলমের জন্য বোঝা হয়ে যায় তবে... তো ফাহমে কোরআনের ক্ষেত্রে মাদানী নেছাবের মূল বক্তব্য হল ইন্তেখাব, সহজ সহজ আয়াতের ইন্তেখাব, বয়স, চিন্তা ও ভাষাজ্ঞান, এসবের উপযোগী ইন্তেখাব ।

শরীফ : হুযূর একটা কথা বলেছেন, 'শেষের আগ পর্যন্ত', কথাটার একটু ব্যাখ্যা!

আদীব : জাযাকাল্লাহ্, বিষয়টি তুমি লক্ষ্য করেছ। আমি বলতে চেয়েছি, মাদানী নেছাবে আমরা সুচিন্তিত ইন্তেখাবের মাধ্যমে পুরো কোরআনের সঙ্গে ফাহম ও বুঝ-উপলব্ধির সম্পর্ক পয়দা করতে চাই। তারপর তাফসীরুল কোরআনের ওপর এক বছরের একটা নেছাব হবে, যেটাকে বলা যায়, তাফসীরের মাদখাল বা প্রবেশস্তর। জালালাইন কিন্তু আসলে তাফসীর নয়, তাফসীরের মাদখাল, বাকি মাদখাল হওয়ার প্রয়োজন পূর্ণ হয় কি না তা ভিন্ন বিষয়। তো الطريق إلى تفسير القرآن الكريم-কে আমরা তাফসীরের মাদখালরূপে তৈরি

করার চেষ্টা করেছি। মিশকাত যেমন দাওরাতুল হাদীসের ভিত্তি বা মাদখাল। তো الطريق إلى تفسير القرآن الكريم -এর পর তাফসীরের একটা পূর্ণাঙ্গ নেছাব হবে। এভাবে তাফসীর ও হাদীস উভয়ের ওপর তালীম সমাপ্ত করার পরই শুধু আলিম হওয়ার সনদ দেওয়া হবে।

শরীফ : তাফসীরের যে বর্ষ, সেটার জন্য কোন্ কিতাব আপনি উপযোগী মনে করেন।

আদীব : দেখ, এখানে একটা মৌলিক বিষয়। নেছাবের জন্য কিতাব তৈরির প্রয়োজনটা কেউ অনুভব করে না। বাছাই করে কোনো একটা কিতাব নেছাবের মধ্যে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। তাতে কাঙ্ক্ষিত সুফল আসে না। মখমলের ওপর চটের তালি হোক বা চটের ওপর মখমলের তালি, কোনোটাই কিন্তু উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। আপনার সামনে যে নেছাবে তালীম আছে, তালিবে ইলমের যে বয়স ও ইস্তেদাদ আছে, সেটাকে সামনে রেখে তার ওপর নেছাবের কিতাব তৈয়ার হওয়া দরকার। তাফসীরের উচ্চস্তরের যে নেছাবের কথা বললাম, সেখানেও একই কথা। বড়দের এবং মহান পূর্ববর্তীদের কিতাব থেকে ভরপুর ফায়দা হাসিল কর, ইলমি ফায়দা ও রূহানি ফায়দা, তারপর ঐগুলোর সারনির্যাস থেকে নেছাবের প্রয়োজনীয় কিতাব তৈরি কর। তুমি ঘাস খেয়ে দুধ দাও, তালিবে ইলমের সামনে ঘাস রেখে দিয়ো না। ঘাস খুব মূল্যবান, তাছাড়া দুধ আসবে না। কিন্তু সেটা তালিবে ইলমের সামনে দেব না। ঘাস চিবিয়ে ওরা দুধ পাবে না। শুরু থেকে শেষ, পুরো নেছাব সম্পর্কে আমার একই কথা।

শরীফ : তাহলে তো অনেক কঠিন কাজ। কে করবে এ কাজ, কবেই বা হবে?!

আদীব : নেছাবের কাজ সহজ কিছু, এটা তুমি কোথায় পেলে! দেখ, আমি নিজে যদি কিছু করতে চাই, পারব না, সে যোগ্যতা আমার নেই; কিন্তু বড়রা যা রেখে গিয়েছেন তা থেকে ফায়দা হাসিল করে নেছাবের উপযোগী কিতাব তৈরি করার যোগ্যতাটা তো থাকতে হবে।

এটাই মাদানী নেছাবের মূল চিন্তা। এর ওপরই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কাজ চলছে এবং এখনো অনেক দূর পথ বাকি।

যাকারিয়া : আল্লাহ্ আপনাকে ভরপুর আজর দান করুন। ফাহমে কোরআনের ক্ষেত্রে ইন্তেখাবের যে চিন্তা, সত্যি তা অত্যন্ত মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী। الطريق إلى القرآن الكريم চার খণ্ডের ইন্তেখাব তো এখন আমাদের সামনে আছে। তো ইন্তেখাবের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলুন, যা আপনি তাতে অনুসরণ করছেন।

আদীব : পদ্ধতি তো কিতাব দেখেই আন্দায করা যায়। যে সমস্ত আয়াত আনা হয়েছে, অনিবার্যভাবেই তাতে কিছু শব্দ, কিছু তারকীব তালিবে ইলমের জানার বাইরে থাকবে। তো সেগুলোর প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম দু-খণ্ডের মূল উদ্দেশ্য হল সহজ থেকে সহজ আয়াত, যেগুলো বুঝতে কোনো কষ্ট হবে না, এমনকি শুধু কিতাবটাই তার জন্য শিক্ষক হিসেবে যথেষ্ট হবে। এ দুটো খণ্ড যদি ঠিকমতো পড়া হয় এবং পড়ানো হয়, তাহলে পাঁচ পারা পরিমাণ আয়াত সে বুঝতে পারবে ইনশা আল্লাহ্।

শরীফ : কিতাবে তো তরজমা দেওয়া আছে। অর্থাৎ তরজমা ছাড়া বুঝতে পারছে না।

আদীব : বিষয়টি তা নয়। তরজমা ছাড়াই, শুধু তিলাওয়াত থেকেই অর্থ ও মর্ম সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তরজমা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল কউমের কাছে পরিবেশনের জন্য তার সামনে পথনির্দেশ রাখা।

শরীফ : তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

আদীব : তৃতীয় খণ্ডে প্রথম পনের পারা এবং চতুর্থ খণ্ডে দ্বিতীয় পনের পারা থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন আয়াত নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ তালিবে ইলমের ইস্তেদাদও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। চার খণ্ড মিলিয়ে কোরআনের অর্ধেকেরও বেশি তালিবে ইলমের আয়ত্তে এসে যায় এবং আসানির সঙ্গে। এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, ফাহমে কোরআনের পথে তালিবে ইলম যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, হৃদয়ের টানে, উদ্দীপনার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে। ফাহমে কোরআন যেন তার

জন্য কঠিন বিষয় এবং বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের ওপর লেখা রয়েছে 'প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা', তো নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে যখন সম্পাদনা হবে তখন এর উপকারিতা অনেক বৃদ্ধি পাবে ইনশা আল্লাহ্।

শরীফ : তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের মূল বৈশিষ্ট্য কী?

আদীব : بيان اللغة ও بيان الإعراب আরবীতে এসেছে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তরজমা পর্যালোচনা। বস্তুত এটা কোরআনের তরজমার ক্ষেত্রে তালিবে ইলমের মধ্যে চিন্তার মৌলিকত্ব, সৃজনশীলতা ও সমালোচনামনস্কতা তৈরিতে অত্যন্ত সহায়ক।

শরীফ : সত্যি এটি অভিনব বিষয়, যা এর আগে কোথাও আমাদের নজরে আসেনি।

আদীব : আমিও এ ধারণার ওপর ছিলাম। তাই কাজটা শুরু করতে কিছুটা দ্বিধা ছিল। হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল, বয়ানুল কোরআনের হাশিয়ায় হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. কিছু কিছু নোট দিয়েছেন তাঁর নিজের তরজমা সম্পর্কে। যেমন, এ তরজমাটা তিনি কেন করেছেন, এ শব্দটা কেন ব্যবহার করেছেন ইত্যাদি। দিলটা এমন খুশি হল যে, বড়রা যা চিন্তা করেছেন সেটা আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরেও দান করেছেন। কিন্তু তখনো আরও বড় বিস্ময় আমার অপেক্ষায় ছিল! হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর তরজমার শুরুতে হঠাৎ একদিন দেখি, একটি শিরোনাম হল, 'তরজমাসংক্রান্ত এ কাগজটি হযরত শাইখুল হিন্দের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে।' সামান্য একটি পৃষ্ঠা, বোঝা যায়, একটি কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, কিন্তু যিন্দেগীর সারহাদ ও জীবনের সীমান্ত তাকে আর অগ্রসর হতে দেয়নি। সেখানে তিনি শুধু নিজের তরজমা সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য তরজমা সম্পর্কেও তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন, এতে তরজমা পর্যালোচনার পুরো বিষয়টি আমার সামনে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। আমি যেন কাজের পুরো মানচিত্রটি পেয়ে গেলাম। নিয়ত আছে, আল্লাহ্ যদি তাওফীক দান

করেন, হযরত শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর পথনির্দেশ অনুসরণ করে এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ একটি কাজ করার।

যাকারিয়া : সমগ্র কোরআনের তরজমা কিন্তু আসেনি।

আদীব : জী, আমাদের পরিকল্পনা আছে সামনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড লেখার। তাতে পূর্ণ তরজমায়ে কোরআন থাকবে এবং তরজমাপর্যালোচনা থাকবে। সেটাকে আমি বলতে চাই 'ইলমি তরজমা'। এতে একজন তালিবে ইলম তরজমাতুল কোরআনের শাস্ত্রীয় প্রশিক্ষণ লাভ করবে, যেখানে তারকীব ও ব্যাকরণের পূর্ণ অনুসরণ থাকবে। অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে টীকায় ভাব তরজমারও নমুনা থাকবে। এখানে আবারো বলি, এই যে তালিবে ইলমের সামনে তরজমা রাখা হচ্ছে, এটা কিন্তু তার নিজের বুঝের জন্য নয়, কোরআন তো নিজের অর্জিত জ্ঞান থেকেই বোঝবে ইনশা আল্লাহ্; তরজমার উদ্দেশ্য হল কাউমের সামনে তুলে ধরার জন্য তার সামনে নমুনা রাখা।

যাকারিয়া : তরজমাতুল কোরআন সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন। বাংলাভাষায় এ পর্যন্ত প্রচুর তরজমা হয়েছে; এগুলো সম্পর্কে সাধারণভাবে আপনার মতামত কী?

আদীব : দেখুন কিছু তরজমা আছে এমন মানুষের, যাদের জন্য তরজমা করাটা রীতিমত অপরাধ। আরবীভাষা সম্পর্কে তাদের প্রাথমিক জ্ঞানও নেই। ইংরেজি তরজমা সামনে রেখে বাংলায় নিজের মত করে লেখা হয়েছে। কিছু তরজমা আছে আহলে ইলমের। তো যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেগুলো মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। আসলে এখনো দায়দায়িত্বপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ তরজমা হয়নি। বাংলাভাষী আলেমসমাজের ওপর কোরআনের এটা একটা করয রয়ে গেছে, যা এখনো আদায় করা হয়নি এবং আমি মনে করি, এটা একক প্রচেষ্টার কাজও নয়, সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাজ।

যাকারিয়া : الطريق إلى القرآن الكريم এর যে তরজমা, সেটা কি সাধারণ শিক্ষিত সমাজের জন্য উপযোগী হবে?

আদীব : কীভাবে হতে পারে? দেখ, তুমি যখন নেছাবে তালীমের প্রয়োজনে তরজমার চিন্তা করবে তখন সেটার চরিত্র ও প্রকৃতি হবে আলাদা। সেটাকেই যদি আম মানুষের সামনে তুলে দাও, কাজ হবে না। আবার আম মানুষের জন্য 'আমফাহম' যে তরজমা সেটা যদি নেছাবে তালীমের ক্ষেত্রে নিয়ে আসো তাহলে তরজমার যে ইলমিয়াত, শব্দানুগ ও ব্যাকরণানুগ হওয়ার যে বিষয়টি তালিবে ইলমকে আমরা বোঝাতে চাই তা হাছিল হবে না।

যাকারিয়া : সাধারণ শিক্ষিত মানুষ, যারা তরজমার সাহায্যে কোরআনের শিক্ষা অর্জন করতে চায়, তাতে কী ধরনের তরজমা প্রয়োজন এবং তা কীভাবে অর্জিত হতে পারে?

আদীব : নেছাবে তালীমের প্রয়োজনে যে তরজমা সেটা হল ইলমি তরজমা। আম মানুষ তাতে ওয়াহশাত অনুভব করতে পারে। তাদের জন্য আসলে দু-ধরনের তরজমা উপকারী। একটা হল শব্দে শব্দে তরজমা। উর্দুতে এর মোটামুটি সুন্দর নমুনা এসেছে। বাংলায়ও চলনসই একটা তরজমা দেখা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল একটি আদবি তরজমার। এটা খুবই জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। তরজমায় শব্দমালার তারতিব পূর্ণ অনুসরণ করা হবে না, আবার বক্তব্যের যেটা মূলপ্রাণ তা থেকে দূরে সরা যাবে না। কোরআন যা বলতে চায় বলে আমরা বুঝতে পারছি সেটা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে, তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ সৌন্দর্য রক্ষা করে।

যাকারিয়া : আমার প্রশ্ন হল, এ কাজটা কীভাবে হতে পারে?

আদীব : এটা আসলে একক প্রচেষ্টার কাজ না এবং কোনো তেজারতি মাকতাবারও কাজ না। এ কাজের দায়িত্ব নিতে হবে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন কোন ইলমি প্রতিষ্ঠানকেই । তিন থেকে পাঁচজনের একটি মজলিস হবে, যারা এ কাজটা করবে তাদের তিনটি যোগ্যতা থাকতে হবে। এজন্য পাঁচ বছর এমনকি দশ বছরও সময় লাগতে পারে, যাদের দিনরাতের কাজ হবে শুধু তরজমাতুল কোরআন । অন্যান্য শোগলের ফাঁকে ফাঁকে কাজটা হয়ে যাবে, এটা সম্ভব না। কোন ইলমী প্রতিষ্ঠানকে

ঐ মজলিসের যাবতীয় দায়দায়িত্ব, আমি বুঝে শুনেই বলছি, যাবতীয় দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তারপর ঐ ইলমী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে তরজমাটি প্রকাশ করতে হবে যে, এটি আলেমসমাজের প্রতিনিধিত্বকারী তরজমা। আমরা দায়দায়িত্ব নিচ্ছি যে, মানবীয় সাধ্যের ভিতরে এটি একটি নির্ভরযোগ্য তরজমা।

যাকারিয়া : এরূপ তরজমার জন্য তিনটি যোগ্যতার কথা বলেছিলেন।

আদীব : হাঁ, প্রথমত আরবী-ভাষার সর্বোচ্চ যোগ্যতা, দ্বিতীয়ত বাংলা ভাষার সর্বোচ্চ যোগ্যতা, তৃতীয়ত এবং এটা খুবই জরুরি, উসলুবে কোরআনের সঙ্গে পূর্ণ মুনাসাবাত। আমরা প্রথম শর্তদুটি তো মোটামুটি বুঝি, কিন্তু তৃতীয়টি আমাদের চিন্তায়ও থাকে না। উসলুবুল কোরআনের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় ছাড়া তরজমাতুল কোরআনের কাজ আঞ্জাম দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

যাকারিয়া : উসলুবুল কোরআনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, এ বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলুন, এটা কীভাবে অর্জিত হতে পারে।

আদীব : দেখুন, কোরআনের নিজস্ব আন্দাযে বয়ান ও নিজস্ব বর্ণনাশৈলী আছে, নিজস্ব বালাগাত ও অলঙ্কার সৌন্দর্য আছে। কখনো বলা হল আদেশ বা নিষেধবাক্য, কিন্তু উদ্দেশ্য আদেশ বা নিষেধ নয়, অন্য কিছু। কখনো বলা হল প্রশ্নবাক্য, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রশ্ন নয়, অন্য কিছু; নিছক আরবী ভাষাজ্ঞান দ্বারা এগুলো বোঝা যায় না। ছাহাবায়ে কেরাম এগুলো হৃদয়ঙ্গম করেছেন নববী ছোহবত থেকে, শুধু আরবী ভাষাজ্ঞান দ্বারা নয়। সুনির্দিষ্ট উদাহরণ এখন মনে আসছে না, কোনো কোনো আয়াত সম্পর্কে ছাহাবী বলছেন, তোমরা এ আয়াতের অর্থ মনে কর এ রকম, অথচ কোরআন আমাদের সামনে নাযিল হয়েছে, আমরা তো এর অর্থ বুঝি এই। বোঝা গেল, শুধু আরবী ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট নয়। আরেকটি বিষয় হল আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট, এটা অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তো এগুলোর সঙ্গে পরিচয়কে এককথায় বলা যায়, উসলুবুল কোরআনের সঙ্গে পরিচয়।

যাকারিয়া : আমার প্রশ্নের আরেকটা অংশে ছিল, এটা কীভাবে অর্জিত হয়?

আদীব : হ্যাঁ, আপনি বেশ সতর্ক মানুষ। কথা ছুটে গেলে সুন্দর করে ধরিয়ে দিতে পারেন। তো এ ক্ষেত্রে ছোহবতের কোনো বিকল্প নেই। একজন সুবিজ্ঞ জ্ঞানী ও অন্তর্জ্ঞানী আলেমের নিবিড় তত্ত্বাবধানে 'উলূমুল কোরআন '-এর ওপর বিস্তৃত অধ্যয়ন করতে হবে। সান্নিধ্য ও অধ্যয়ন, বা ছোহবত ও মুতালাআ, এ দুইয়ের সম্মিলিত নির্যাস আপনার মধ্যে উসলূবুল কোরআনের সঙ্গে পরিচয়ের গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করবে। আর ভাব-মর্ম অনুধাবন করে নিয়মিত তিলাওয়াত করতে হবে। তিলাওয়াতের এ সুদীর্ঘ ধারা থেকে উসলূবুল কোরআনের যাওক ও সালীকা বা রুচি ও রুচিশীলতা অর্জিত হয়। তাছাড়া এখানে আমি অন্তর্জগতের বিষয়ও বলতে চেয়েছি। কিন্তু ছোট মানুষ বলে অত বড় শব্দ উচ্চারণ করিনি। বস্তুত কোরআনের যে নূরানীয়াত সেটা যদি অন্তরে উদ্ভাসিত না হয়, তাহলে কোরআন যে আসমানী হেদায়েতের কিতাব, তরজমায় সেই আসমানী হেদায়েতের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত একজন প্রাচ্যবিদ যে তরজমা করেন সেটা কিন্তু কোরআনের আসমানী হেদায়েতের প্রতিনিধিত্ব করে না। তো বেশি না, সারা দেশ থেকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন তিনজন মানুষ একত্র করে একটি মজলিস করেন এবং তাদেরকে তরজমার দায়িত্ব দেন।

শরীফ : এরকম মানুষ পাওয়া কি সহজ হবে?

আদীব : সেটা আলাদা বিষয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজটি করতে হলে এর বিকল্প নেই।

যাকারিয়া : এমন তো হতে পারে, একজন আরবী বিশেষজ্ঞ এবং একজন বাংলা বিশেষজ্ঞ এর সমন্বয়ে মজলিসটা করা হল?

আদীব : তো দেখুন, আমার সেই কথাটাই সত্য হল। তৃতীয় শর্তটা আপনার চিন্তায় নেই। যাক, তাহলে এ পর্যন্ত যেমন হয়েছে তেমনই আরেকটা কাজ হবে, কিন্তু আসল কাজ যেটা, শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়া, সেটা হবে না।

যাকারিয়া : এটা তো হল তরজমাপ্রসঙ্গ, এছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে কোরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য আর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে?

আদীব : এ ক্ষেত্রে 'পদক্ষেপ' শব্দটা শোভন নয়, 'উদ্যোগ' হতে পারে। এ ধরনের ভুল আমারও হয়। তো দেখুন, আগে বিভিন্ন মসজিদে তাফসীর মাহফিল হত, এখন হয় কি না জানি না। সম্ভবত ঢাকার মরহুম মাওলানা মুফতি দ্বীন মুহাম্মদ খান ছাহেব এ ধারাটি শুরু করেছিলেন। তাঁর তাফসীরের ধুম ছিল ঢাকা শহরে। জীবনকে কোরআন মুখী করার ক্ষেত্রে তাফসীর মাহফিলগুলোর অবদান ছিল। তবে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা না থাকা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান না থাকার কারণে প্রত্যাশিত সুফল আসেনি। যে যার মত তাফসীরের নামে কিছু ওয়াজ ও কিস্‌সা-কাহিনী বলেছেন। এরকম এক তাফসীরের মাহফিলে একবার শুনেছিলাম, পৃথিবীটা এক গরুর শিং-এর ওপর আছে। মাঝেমধ্যে এক শিং থেকে আরেক শিং-এ নেওয়ার সময় ভূমিকম্প হয়। যাক, এখন তো সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে, বা কমে গেছে। তো তাফসীরের কাজটা আবার ব্যাপক পরিসরে শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

যাকারিয়া : সুনির্দিষ্ট রূপরেখা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের যে কথা বলেছেন, তা কীভাবে সম্ভব হবে!

আদীব : দেশের শীর্ষস্থানীয় কোন আলেমের তত্ত্বাবধানে মারকাযে তাফসীর নামে কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। তারা প্রশিক্ষণ দেবেন এবং সনদ ও নিয়োগদান করবেন। এ প্রতিষ্ঠানটি হবে তাফসীর আয়োজনের একক অভিভাবক প্রতিষ্ঠান। এই মারকাযের সনদপ্রাপ্তরা ছাড়া কেউ তাফসীর মাহফিল করবে না, করলে সেটা অনুমোদিত বলে গণ্য হবে না।

যাকারিয়া : প্রশিক্ষণের পদ্ধতি কী হতে পারে?

আদীব : প্রথম কথা, প্রত্যেক মুফাসসিরের জন্য বাধ্যতামূলক হবে বিশুদ্ধ ভাষায় তাফসীর করা। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা

দান করা যে, কী কী বিষয় আলোচনা করবেন, কী পরিমাণে করবেন এবং কী কী আলোচনা পরিহার করবেন। তাছাড়া তরজমাসহ সংক্ষিপ্ত একটি তাফসীর প্রকাশ করা দরকার। যে তরজমাগুলো আছে, আপাতত তা থেকে কোন একটি নির্বাচন করা যেতে পারে সাধারণ কিছু সম্পাদনাসহ। ঐ মুখতাছার তাফসীরের পরিধিতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

যাকারিয়া : তাফসীরের ধরন কেমন হতে পারে?

আদীব : যে বিষয়গুলোর সঙ্গে সমাজের এবং জীবনের সম্পর্ক কম সেগুলোর আলোচনা হবে খুবই সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে যে বিষয়ের সঙ্গে আখলাকিয়্যাতের সম্পর্ক, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সম্পর্ক সেগুলোর ওপর অপেক্ষাকৃত বিশদ আলোচনা হবে। এভাবে তাফসীর সংক্ষিপ্ত হবে, আবার কার্যকর হবে।

শরীফ : ফাওয়ায়েদে উছমানীর মতো?

আদীব : সেটা তো অবশ্যই সামনে থাকবে, হযরত তাক্বী উছমানীর তাফসীর আছে। আরও আছে। সবগুলো সামনে রাখ; ইস্তেফাদা কর এবং সারনির্যাস তৈরি কর। লক্ষ্য রাখতে হবে, তাফসীরের দরসটা যেন দুবছর, তিনবছর, দীর্ঘ না হয়ে যায়, আগে যেমন হত। অনুমান ছয় মাসের মধ্যে তাফসীর যেন সমাপ্ত হয়। এ তাফসীর কিতাব আকারে ছাপা হলে সাধারণ মানুষের মুতালাআয়ও আসতে পারে। মারকাযে তাফসীর ইচ্ছে করলে তাদের তত্ত্বাবধানে ঘরে ঘরে সুলভে এই তাফসীর পৌঁছে দিতে পারে। এটা কঠিন কিছু না, যদি দৃঢ় ইচ্ছা থাকে।

যাকারিয়া : সাধারণ শিক্ষিত সমাজে আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার কী মত, যাতে মানুষ কোরআনের সাধারণ অর্থটা সহজে বুঝে নিতে পারে।

আদীব : এটা ভালো চিন্তা। কোরআনের ন্যূনতম অর্থটা বোঝার জন্য যে পরিমাণ আরবীর যোগ্যতা দরকার সেটাকে সামনে রেখে একটা আরবী শিক্ষার কিতাব হওয়া দরকার, যার ওপর শহরের বিভিন্ন স্থানে

দরস হবে। এটাও মারকাযে তাফসীরের তত্ত্বাবধানে হতে পারে, বরং হওয়া উচিত।

আপনাদের হয়ত জানা নেই, অনেক আগে ঢাকার চকবাজারে আমি এটা শুরু করেছিলাম আমার ভাই হাসান মেছবাহকে দিয়ে। প্রতিটি দরসের জন্য আমি সহজ সংক্ষিপ্ত একটা কাগজ তৈরি করে দিতাম। কাজটা ভালই হচ্ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, বন্ধ হয়ে গেল।

শরীফ : কাগজগুলো কি সংরক্ষণে আছে?

আদীব : কণ্ঠস্বরে মনে হয়, আমার দুর্বলতাটা তোমার জানা আছে। দুঃখিত, সংরক্ষণে নেই। তবে কাজটা সত্যিকার অর্থে শুরু করতে চাইলে আমি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই আরবী ভাষা শেখা, আর আমাদের দরসের আরবী ভাষা শেখা এক জিনিস না। এটা কঠিন কিছু না। আর আমার ধারণা, আগের তুলনায় আগ্রহী মানুষ এখন যথেষ্ট।

যাকারিয়া : এটা তো ঘরে মেয়েদের জন্যও হতে পারে, তাদের যদি কোরআন শেখাতে চাই।

আদীব : অথবা বলুন, 'তারা যদি কোরআন শিখতে চায়'। আমার কষ্টের জায়গাটায় হাত রেখেছেন আপনি। মেয়েদের প্রসঙ্গ এলেই আপনারা সহজ শিশুসুলভ একটা নেছাবের চাহিদা অনুভব করেন কেন?

যাকারিয়া : এটা আসলে আমাদের মজবুরি বা গাফলত, সেই সঙ্গে তাদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা আছে।

আদীব : সেটা বলেন, আমরা তাদের...

শরীফ : খুব বেশি সময় ও সুযোগ দিতে পারি না।

আদীব : কিন্তু কেন দিতে পারেন না? দুনিয়ার লোকেরা দিতে পারলে আপনারা দিতে পারেন না কেন? এ দায় কার?

যাকারিয়া : নারীশিক্ষার জন্য দুনিয়ার লোকদের অবশ্য অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে।

আদীব : মূল্য দিতে হচ্ছে কি শিক্ষার কারণে? ওরা প্রথমেই যদি ইসলামের পর্দাব্যবস্থাটা মেনে নিত। মেয়েদের শিক্ষা আলাদা, ছেলেদের শিক্ষা আলাদা, পূর্ণ পর্দার সঙ্গে, তাহলে তো অন্তত আশি ভাগ খারাবি থেকে বেঁচে যেত।

আরেকটা কথা, মূল্য কি শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই দিতে হচ্ছে? ছেলেরা কি সব ফেরেশতা হয়ে বসে আছে?

শরীফ : তা অবশ্য ঠিক। অবক্ষয় তো সর্বত্রই এসেছে।

আদীব : তাহলে ওরা মূল্যটা দিচ্ছে শিক্ষার নয়, 'সহশিক্ষার', ধর্মহীন শিক্ষার, ধর্মবিদ্বেষী শিক্ষার। তার সঙ্গে আবার কত উপসর্গ যুক্ত হয়েছে!

যাকারিয়া : তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, মেয়েদের জন্য ছেলেদের মতোই আলাদা...।

আদীব : দেখুন আমার মনে হয়, মূল প্রসঙ্গ থেকে আমরা সরে যাচ্ছি। এ আলোচনা অন্য কোন সুযোগের জন্য না হয় তুলে রাখুন।

শরীফ : হুযূর , আমার মনে হয়, আমরা মূল প্রসঙ্গেই আছি, যদি প্রশ্নটা এভাবে করি, মেয়েদের কোরআন শিক্ষার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, আমাদের মজবুরি এবং মেয়েদের সীমাবদ্ধতা এসব দিক সামনে রেখে?

আদীব : তুমি দেখি, ইনুর সঙ্গে যা করেছ, আমার সঙ্গেও তাই শুরু করেছ! ছেলেদের জন্য যা ব্যবস্থা করেছ, মেয়েদের জন্য তার সমান্তরালে অন্তত একটা মাদরাসা কর, শরীয়তের সমস্ত দাবি রক্ষা করে এবং নিরাপত্তামূলক যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তারপর যারা সীমাবদ্ধতার কারণে আসতে পারবে না তাদের জন্য সহজ সংক্ষিপ্ত আলাদা নেছাবের চিন্তা করা যায়। কিন্তু মেয়েদের প্রসঙ্গ এলেই আপনারা এমন মানসিকতা প্রকাশ করেন যে, কষ্ট হয়; অবিচার মনে হয়।

দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, শিক্ষায় মেয়েরা ছেলেদের থেকে পিছিয়ে নেই। আমাদের দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুযোগ দিয়ে দেখুন। যাক, এ বিষয়ে এখন আর কোন কথা নয়, মূল প্রসঙ্গে আসুন।

শরীফ : এ প্রসঙ্গে একটা শেষ প্রশ্ন। মেয়েদের একটা পূর্ণাঙ্গ মাদরাসার কথা বলেছিলেন!

আদীব : নিয়ত তো এখনো আছে। আল্লাহ্‌র রহমতে ধীরে ধীরে অগ্রসরও হচ্ছি, কিন্তু জাতির যে প্রয়োজন, আমাদের গতি তার চেয়ে অনেক ধীর। যা অনেক বছর আগেই হওয়ার কথা, আমরা এখনো নিয়ত করছি। কী করা যাবে? সত্য কথা বলতে কী, ছেলেদের মাদরাসা, তাদের নেছাবে তালীম, নেযামে তালীম কোন কিছুই তো এখনো সঠিক স্তরে উঠে আসেনি।

যাকারিয়া : এটা বাস্তব সত্য যে, কোরআন তরজমার পূর্ণাঙ্গ নেছাবে তালীম, এটি মাদরাসাতুল মাদীনাহ্‌র অনন্য বৈশিষ্ট্য। তো তাফসীরের সর্বোচ্চ স্তরের নেসাবে তালীম সম্পর্কে আপনার কী পরিকল্পনা, যদি বলতেন!

আদীব : আসলে কল্পনা, আর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলে সময় ব্যয় করা আমার ভাল লাগে না। যা করার নীরবেই করে যাওয়া ভাল। এ পর্যন্ত যেমন নীরবে কাজ হয়েছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আগে নমুনা সামনে আসুক, তখন সবাই দেখতে পাবে, ভাল হলে গ্রহণ করবে। এই করব, সেই করব, এগুলো আমার একদম নাপছন্দ। মাফ করুন, ভাই।

যাকারিয়া : الطريق إلى تفسير القرآن الكريم লিখতে গিয়ে তাফসীর বিষয়ে আপনার নিশ্চয় বিস্তৃত মুতালাআ হয়েছে।

আদীব : মুতালাআ কিছুটা তো হয়েছে, সেটাকে 'বিস্তৃত' বলা যাবে, মনে হয় না।

যাকারিয়া : তো পুরো তাফসীরি কুতুবখানা সম্পর্কে আপনার সংক্ষিপ্ত একটা মতামত বলুন।

আদীব : এটা কেমন কথা। শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যমে বিপুল জ্ঞানসম্ভার গড়ে তুলেছেন উম্মাহ্‌র বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের বিশাল সব ব্যক্তি, সে সম্পর্কে মন্তব্য করব আমি। মাত্র দুদিন সামান্য একটু নাড়াচাড়া করে। নাহ!!

আমি শুধু বলতে পারি, মহান পূর্ববর্তীদের বিপুল 'কর্মসম্পদ' সামনে রেখে যুগের উপযোগী কিছু কাজ করা দরকার।

যাকারিয়া : الطريق إلى تفسير القرآن الكريم -এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন!

আদীব : আসলে এর আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য নেই; পূর্ববর্তী তাফসীরগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য এখানে একত্র করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাফসীরে মোটামুটি পাঁচটি বিষয় আলোচনায় আসে। প্রথমত শব্দার্থ ও ব্যাকরণ, দ্বিতীয়ত অলঙ্কার ও বালাগাত, তৃতীয়ত ক্বিরাতের বিভিন্নতা, চতুর্থত ঘটনা ও শানে নুযুল, পঞ্চমত ইশকাল ও জওয়াব। এরপর হল মূল বিষয়, তথা আয়াতের বক্তব্য ও মাফহুম। তাফসীরে সমস্ত বিষয় একসঙ্গে মিশে আছে। এটা কোরআনের মূল আবেদনকে যথেষ্ট ব্যাহত করে। তো আমি তাফসীরি বিষয়গুলো আলাদা এবং মাফহুম ও বক্তব্যকে আলাদা করে এনেছি। এটা আর কোন তাফসীরে করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

তৃতীয়ত আল্লাহ্‌র কালাম, কোরআনের আসল বৈশিষ্ট্য হল, এর হৃদয়গ্রাহিতা বা মানুষের অন্তর-জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করার শক্তি। তো এ শক্তি যে তাফসীর যত বেশি ধারণ করবে সেটা হবে কালামুল্লাহ -এর তত নিকটবর্তী তাফসীর। আলহামদু লিল্লাহ্‌, এদিক থেকে আমার মনে হয় الطريق إلى تفسير القرآن الكريم মোটামুটি সফল। চতুর্থত, কোরআনের কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে তারকীবগত জটিলতা বা তাকদীম-তাখীরগত কারণে অর্থ-উদ্ধার ও মর্ম অনুধাবন তালিবে

ইলমের জন্য কঠিন। আল্লাহ্‌র শোকর, আলোচ্য তাফসীরে সেগুলো সহজ ও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

এই আয়াতটির তাফসীর তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। পঞ্চমত, বিভিন্ন স্থানে আয়াতের অন্তর্নিহিত সত্যটি সুস্পষ্টভাবে তুলে আনা হয়েছে। উদাহরণত قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ এর তুলনামূলক তাফসীর দেখা যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা, অন্যান্য তাফসীর কোনো নেছাবি প্রয়োজনকে সামনে রেখে এবং কোনো বয়স ও স্তরের তালিবানে ইলমের জন্য লেখা হয়নি, আলোচ্য তাফসীরের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে। সুতরাং এটা থেকে ইস্তেফাদা করা অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ।

যাকারিয়া : আপনি বলেছেন, আলোচ্য তাফসীরে আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী মাত্র পঁচিশ ভাগ কাজ হয়েছে, ৭৫ ভাগ কাজ এখনো বাকি। এ বিষয়টি খোলাসা করুন।

আদীব : দেখুন না আল্লাহ্ সামনে কী করেন!

যাকারিয়া : কোরআনী খিদমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল হিফয। এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব চিন্তা রয়েছে বলে শুনেছি।

আদীব : জী, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে, তবে এখানে শুধু মূল বিষয়টি বলব।

দেখুন, শিশুবয়স হিফযের জন্য সবচেয়ে উপযোগী, এই একটিমাত্র ধারণার ওপর মক্তব-হিফয-কিতাবখানা, এই পদ্ধতিটা চলে আসছে। কিন্তু না বুঝে হিফয করা কত কঠিন এবং বুঝে হিফয করা কত সহজ, এটা ভেবে দেখা হচ্ছে না।

আমি জরিপ করে দেখেছি, শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে তিনবছর লাগে হিফয করতে এবং 'শুনানি' একবছর, এভাবে চারবছর।

এই দীর্ঘ চারবছর হিফযখানায় থাকা অবস্থায় কী কী হয়, উপসর্গ যুক্ত হয়, আমরা সবাই জানি। তাত্ত্বিকভাবে আমার বিশ্বাস ছিল; মক্তব থেকে যদি কিতাবখানায় চলে আসে এবং কোরআন বোঝার পর হিফয শুরু করে (মাদানী নেসাবের চতুর্থ বর্ষ শেষে) তাহলে কল্পনাতীত অল্প সময়ে হিফয হয়ে যাবে। সময়ের বিপুল সাশ্রয় হবে। কারো তিন মাস, কারো ছয় মাস, কারো নয় মাস। এর বেশি সময় লাগার কথা নয়। পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও এর বাস্তবতা দেখতে পেয়েছি।

যাকারিয়া : এটা তো অসাধারণ বিষয়! কীভাবে তা সম্ভব হল?

আদীব : আসলে কোরআনের বরকত তো ছিলই, এখানে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফাহমে কোরআনের বরকত। এতে মুখস্থ করতে হয় না, মুখস্থ হয়ে যায়। আয়াতের ফাহমই পুরো আয়াতকে মুখে এনে দেয়। হিফযের সময় ফাহমের যে আনন্দ ও তৃপ্তি ছেলেদের চোখে মুখে উপচে পড়তে দেখি তা সত্যি অসাধারণ!

শরীফ : এতে তো অনেক সময় বেঁচে যাবে!

আদীব : ভেবে দেখ, এই গতির যুগে, প্রতিযোগিতার যুগে, শুধু হিফযের জন্য যদি তিন চার বছর লেগে যায়, এর চেয়ে মর্মান্তিক বিষয় আর কী আছে?! শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, অভিজ্ঞতারও আলোকে আমার বিশ্বাস, না বুঝে হিফয করার চেয়ে বুঝে হিফয করা অনেক অনেক সহজ, তদুপরি আখলাক ও তরবিয়তের ক্ষেত্রেও অনেক কল্যাণকর। তিন মাস/ছয় মাস/নয় মাস, এর বেশি তো ইনশা আল্লাহ্ কিছুতেই লাগতে পারে না।

যাকারিয়া : হিফয করার আলাদা কোনো পদ্ধতি নিশ্চয় আছে?

আদীব : স্বাভাবিক। আপনাদের সেটা বলতে পারি, তবে এখন ছাপার অক্ষরে না আসাই ভালো।

যাকারিয়া : তো নতুন পদ্ধতির হিফযখানাটি কবে শুরু হচ্ছে?

আদীব : ইনশা আল্লাহ্ আগামী বছর হযরতপুরে শুরু করার নিয়ত আছে। অভিভাবকদেরও অনুরোধ করব, যারা সন্তানকে মাদরাসাতুল

মদীনায় পড়াতে চান তারা মক্তব থেকেই যেন এখানে নিয়ে আসেন। ইনশা আল্লাহ্ অনেক কল্যাণকর হবে। তবে ভাই যাকারিয়া, ভাই শরীফ!
যাকারিয়া, শরীফ : জী হুযূর !
আদীব : হিফয বলুন, কিতাব বলুন, কামিয়াবির আসল রায হচ্ছে পরিপূর্ণ আস্থা ও আত্মনিবেদন, তালিবে ইলমের এবং অভিভাবকের। এ পর্যন্ত যে যা কিছু অর্জন করেছে, এর মাধ্যমেই অর্জন করেছে এবং যে যা কিছু হারিয়েছে, এর অভাবেই হারিয়েছে। দুনিয়ার শিক্ষা, আর দ্বীনের শিক্ষা কিন্তু এক নয়। -
দিলের একটা যখম আজ তোমাদের সামনে প্রকাশ করি, আমার দীর্ঘ শিক্ষকজীবনে এই আস্থা ও আত্মনিবেদন আমি কমই পেয়েছি।
শরীফ : আরেকটু বিশদ করে..
আদীব : থাক, এ পর্যন্তই থাক।
যাকারিয়া : হিফয সম্পর্কে যা শুনলাম তা সত্যি অসাধারণ। তবে বহুযুগের স্বীকৃত প্রথা থেকে বের হয়ে আসা কঠিন।
আদীব : কথাটা সত্য। আসলে কথার চেয়ে কাজের মূল্য অনেক বেশি। এজন্যই তো বলি, আপনি একটা নমুনা কায়েম করেন, আপনাকে আর বয়ান করে বোঝাতে হবে না।
যাকারিয়া : এটা অবশ্য ঠিক। মাদানী নেসাবের নমুনা যদি না হত, কথা দিয়ে বোঝানো কঠিন হত।
আদীব : আমি কিন্তু কাজের জগতের মানুষ ছিলাম, আপনারা আমাকে কথার জগতে নিয়ে আসছেন : আমিও বুঝে শুনেই ভুলটা করছি। জানি তো না, আর কত দিন সময় আছে। 'মনের কথা বনের মাঝে' রেখে যাই। হয়ত কখনো.....
শরীফ : জানতে ইচ্ছে করে, হিফযুল কোরআনের কোন সফল নমুনা কি সামনে এসেছে!
আদীব : বেশ! এটা হল তোমার সাংবাদিকতার কৌশল। জান, তবু প্রশ্ন করছ, যাতে সবার জানবার ব্যবস্থা হয়। ঠিক আছে, তোমার

জানা কথাটাই বলছি। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামুষ্টিক কোন অভিজ্ঞতা যদিও হয়নি, যা সামনে হবে ইনশা আল্লাহ্; তবে সময়ের কিছু ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি অভিজ্ঞতা হয়েছে।

একটি ছেলে আল্লাহ্র রহমতে ছয়মাসে হিফয করেছে। সঙ্গে ছিল ইংরেজী শিক্ষা।

কিছুদিন পর মধ্যমমানের একটি ছেলে মাদানী নেছাবের পঞ্চম বর্ষে থাকা অবস্থায় মাত্র ষাটদিনে হিফয সমাপ্ত করেছে। তার হিফয করার সময় ছিল প্রতিদিন আছর থেকে এশা।

শরীফ : তাহলে তো বলা যায়, কামিয়াব তাজরাবা, সফল অভিজ্ঞতা! আচ্ছা, ঐ যে বললেন, সঙ্গে ইংরেজীভাষা শেখার ব্যবস্থা ছিল। সেটা কী কারণে?

আদীব : দেখ, এটা বাস্তব সত্য, যে জাতির ভাষা, ঐ জাতির বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সুগভীর ছাপ ও প্রভাব থাকে ঐ ভাষার মধ্যে। তো আমার মনে হয়েছে; ছেলেটি যদি হিফযুল কোরআনের সঙ্গে ইংরেজি শেখে তাহলে আল্লাহ্ চাহে তো কোরআনের নূর ও নূরানিয়াতের বরকতে এই ভাষার সাংস্কৃতিক মন্দ প্রভাব থেকে সে নিরাপদ থাকবে! আল্লাহ্র রহমতে তাই হয়েছে।

যাকারিয়া : তাহলে মাদানী নেছাবে ইংরেজি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা আছে আপনার!

আদীব : কেন নয়! ভাল লাগে বা না লাগে, এটা তো যুগের অপরিহার্য প্রয়োজন। আমি তো বরং চাই, মাদানী নেছাবের কিছু ছেলে এমন ইংরেজি শিখবে যে তারা 'অথোরিটি'র মর্যাদা লাভ করবে।

তাছাড়া শুনতে পাই, ওখানে নাকি ছাত্রদের 'ইংরেজিরভীতি' এবং ইংরেজিতে দুর্বলতা রয়েছে।

যদি থাকে তাহলে আমার বিশ্বাস, এটা ওদের পাঠপদ্ধতির ত্রুটির ফল। আমাদের ছেলেরা আরবির মত কঠিন ভাষা শেখার পর, আশা করি সহজেই ইংরেজিতে ভাল দখল অর্জন করতে পারবে।

শরীফ : আপনি বলতে চাচ্ছেন আরবী কঠিন ইংরেজি সহজ।

আদীব : শুধু সহজ নয়, পানির মত, বা জলের মত সহজ!

যাকারিয়া : বেশ চিত্তাকর্ষক চিন্তা! উদাহরণ দিতে পারেন!

আদীব : শুধু عدد معدود এর বিষয়টি তুলনামূলক ভাবুন না! আচ্ছা, এপর্যন্তই থাক।

আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।

যাকারিয়া : জী, সাধ্যের ভিতরে অবশ্যই আমরা রক্ষা করব, ইনশা আল্লাহ্।

আদীব : আমার অসুস্থতার সময় আল্লাহ্র বহু বান্দা-বান্দী আমার জন্য অনেকভাবে দু'আ করেছেন। আলকাউসারের মাধ্যমে আমি সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আল্লাহ্ সবাইকে আমার পক্ষ হতে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

শরীফ : হিফয সম্পর্কে আরেকটা প্রশ্ন ছিল।

আদীব : ভাই শরীফ, থাক, অনেক হয়েছে। অসুস্থবোধ করছি। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

শরীফ : হুযূর কে অনেক অনেক জাযাকাল্লাহ্।

যাকারিয়া : এমন কঠিন অসুস্থতার মধ্যেও সময় দেওয়ার জন্য।

আদীব : ওয়া ইয়্যাকুম।

মাদানী তাহফীয সম্পর্কে

আদীব হুযূরের বয়ান

৪ঠা রজব, '১৪৪৭ হি./২৫শে ডিসেম্বর ২০২৫ খৃ. রোয বুধবার বাদ মাগরিব, যিম্মাদার হুযূর ও উচ্চস্তরের আসাতিযা কেরামের উপস্থিতিতে হযরত আদীব হুযর দামাত বারাকাতুহুম মাদানী তাহফীযের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করেন। প্রিয় পাঠকের উপকার ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে বয়ানটি তাসজীল থেকে পত্রস্থ করা হল।

الحمد لله الذي نزل القرآن بلسان عربي مبين ويسر القرآن للذكر، ثم رغَّب وشوَّق عباده بقوله : فهل من مدكر؛ والصلوة والسلام على رسول الله الذي حفِظ القرآن، فكان جبريل يدارسه القرآن في ليالي رمضان، والسلام على أصحابه الذين حملوا هذا القرآن من نبيهم حِفْظًا وَوَعْيًا، والسلام عَلى مَن

تَبِعهم في حِفْظ القُرآن وَوعْيه؛ والسَّلام عَلينا وَعلى حُفاظ القرآن الصَّالحين؛ أما بعد

মুহতারাম যিম্মদার হুযূর এবং মুহতারাম আসাতিযায়ে কেরাম।

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আশা করি আল্লাহ্‌র রহমতে আপনারা কুশলে আছেন এবং অর্পিত যিম্মাদারি একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উদ্যম উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করছেন। ইনশা আল্লাহ্ আজর আল্লাহ্‌র কাছে।

আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনার জন্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। তাহফীযুল কোরআন সম্পর্কে মাদানী নেছাবের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি কী! তাহফীযুল কোরআনের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা কীভাবে আরো সহজে, আরো কম সময়ে আরো সুন্দরভাবে অর্জন করা যায়, সে বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই। সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয় যে, মাদানী তাহফীয একসময় নিছক তাত্ত্বিক ও পরিকাল্পনিক বিষয় ছিল। তাই দূরের যারা তারা যেমন বুঝতে পারছিলেন না তেমনি কাছের যারা তাদের জন্যও বিষয়টি বোঝা কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র শোকর এখন মাদানী তাহফীযের চিন্তাধারা প্রায়োগিক স্তর পার হয়ে বাস্তবতার আলোয় সমুজ্জ্বল হয়েছে। এ জন্য যতই আমরা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করি, কমই হবে।

তাহলে এখন বিষয়টি আপনাদের সামনে আলোচনা করার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হল, যাতে বিষয়টি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে অন্যদেরও আপনারা সঠিকভাবে বোঝাতে পারেন, যাতে মাদানী তাহফীযের এই ইলহামী চিন্তাটি সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং মাদারিসকে তাদের হিফযখানা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আল্লাহ্ সহজ করে দিলে সবকিছুই আমাদের জন্য সহজ।

কোরআনের মর্যাদা ও ফযীলত

কোরআন এই উম্মতের উপর নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র আখেরি কালাম। কোরআন শুধু এই উম্মতের জন্য নয়, বরং বিশ্বমানবতার হেদায়াতের

জন্য, মানবতার মুক্তি ও নাজাতের জন্য। তাই কোরআনে যেমন খেতাব এসেছে يا ايها الذين آمنوا বলে তেমনি খেতাব এসেছে يا ايها الناس এবং يا معشر الجن والإنس বলে। কোরআনের ফযীলত ও মর্যাদার জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, স্বয়ং আল্লাহ্ কোরআনকে নিজের কালাম বলে অভিহিত করেছেন। কোরআনে আল্লাহ্ জ্বিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে 'লালকার' দিয়ে বলেছেন–

قُل لَئِن اجْتَمَعتِ الإنْس وَالجِن عَلى أَنْ يَأتُوا بِمِثْل هذا القُرآن لا يَأتُون بِمِثْله وَلو كانَ بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ ظَهيرًا

আয় নবী! আপনি বলুন, যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের মত কিছু আনার জন্য (রচনা করার জন্য) একত্র হয়, তারা এর অনুরূপ কিছু আনতে (রচনা করতে) পারবে না, এমনকি একে অন্যকে 'পৃষ্ঠতা' করলেও না/একে অন্যের পৃষ্ঠপোষক হলেও না।

সেদিন হঠাৎ একটি হাদীছ নযরে এল। হাদীছটি আপনাদের সঙ্গে শরিকানা করতে ইচ্ছে হয়। ছহীহ ইবনে হিব্বানে হযরত আবূ শোরায়হ আল-খোযা'ঈ রা. হতে বর্ণিত ...... রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই কোরআন হল রজ্জুর মত, যার একটি প্রান্ত আল্লাহ্র হাতে, অন্য প্রান্তটি তোমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে আকড়ে ধর, তাহলে কখনো কিছুতেই তোমরা ভ্রষ্ট হবে না এবং ধ্বংস হবে না (গোমরাহ হবে না এবং হালাক হবে না।)

আখেরাতে হাফিযের কী মর্যাদা হবে, এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يُقال لِصاحِب القُرآن اقْرأ وَارْتَقِ وَرَتل كمَا كُنت تُرَتل في الدنيا، فَإن مَنْزلَتَك عِنْد آخِر آيَة تَقرَؤها (رواه أبو داود)

মুহাদ্দিছীন ও ফোকাহা সবার মতে এ হাদীছে ছাহিবুল কোরআন দ্বারা উদ্দেশ্য, যারা কোরআনের হাফিয এবং কোরআনের উপর আমলকারী, যারা হাফিয না বা হাফিয হয়েও কোরআনের উপর আমল করেনি, বরং

আমল তরক করেছে তারা হাদীছে বর্ণিত এ অনন্য মর্যাদা থেকে মাহরূম হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, দুনিয়াতে যারা তাড়াহুড়া করে, তাজবীদভঙ্গ করে তিলাওয়াত করবে তারাও এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে, যারা তারতীলের সঙ্গে তিলাওয়াত করবে তারাই শুধু এ অনন্য মর্যাদার অধিকারী হবে। হাদীছের كَمَا كُنتَ تُرَتِّل فِي الدنْيا এ অংশটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করতে হবে। তো যারা তাড়াহুড়া করে কোরআন পড়ে, বারবার সতর্ক করার পরও সতর্ক হয় না, এ হাদীছ থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য, যাতে এমন না হয় যে, এত মেহনত করে কোরআন হিফয করল, তারপর আল্লাহ্ না করুন, হাদীছে বর্ণিত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হল। আল্লাহ্ আমাদের ভরপুর তাওফীক দান করুন, আমীন।

হাফিযে কোরআনের একটি বড় ফযীলত এই যে, অহুদের ময়দানে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে যারা হাফিয ছিলেন তাদেরকে আলাদা মর্যাদায় দাফন করা হয়েছিল। অর্থাৎ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জনকে এক কবরে দাফন করতেন, আর *'জিজ্ঞাসতেন'* এদের মধ্যে কে হাফিয? যদি বলা হত, ইনি হাফিয, তাহলে মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে আগে কবরে রাখা হত।

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোরআন পড়ে, আর সে কোরআনের হাফিয, (হাশরে) সে মহামর্যাদার অধিকারী ফিরেশতাদের সঙ্গে থাকবে, যারা আহী বহন করেন আসমান থেকে যমীনে, যারা আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ অনুগত। এক হাদীছে আছে الماهر بالقرآن মানে এ মর্যাদা তারাই লাভ করবে যারা কোরআনের উত্তম হাফিয, যাদের হিফয নির্ভুল, যাদের তিলাওয়াত তারতীল ও তাজবীদপূর্ণ। তারতীল ও তাজবীদ ছাড়া তিলাওয়াত গ্রহণ-যোগ্য নয়।

হাদীছের আরেকটি অংশ হল, আর যে ব্যক্তি কোরআনের খুব বেশী তিলাওয়াত করে, আর আমলের মাধ্যমে তা আকড়ে ধরে রাখে, কিন্তু তিলাওয়াত করতে খুব কষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ আজর।

এক হাদীছ মতে কোরআনের হাফিযকে অনন্য মহিমা ও মর্যাদার লিবাস ও তাজ পরানো হবে। কোরআন নিজে আল্লাহ্‌র কাছে সুফারিশ করে তার জন্য এ মহান মর্যাদা নিশ্চিত করবে। শেষে কোরআন বলবে, আয় রাব্ব, আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ্ হাফিযের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দেবেন। (তিরমিযি, হাসান)

আরো বর্ণিত আছে, হাফিযের মা-বাবাকে নূরের তাজ পরানো হবে, যার আলো হবে সূর্যের আলোর মত; আর তাদেরকে এমন পোষাক পরানো হবে, দুনিয়ার সমস্ত সম্পদও তার মূল্য হতে পারে না। হাফিযের মা-বাবা অবাক ও অভিভূত হয়ে *'জিজ্ঞাসবেন'*, কিসের বিনিময়ে এগুলো আমাদের পরানো হল। তখন বলা হবে, তোমাদের সন্তানদের কোরআন গ্রহণের বিনিময়ে।

আমার পেয়ারে ভাই, কোরআন ও হিফযুল কোরআন, ও এর মর্যাদা-ফযীলত সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কারো এবং কারো সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা নেই, তবু এ আলোচনা করার কারণ হল, যাতে আমাদের অন্তরে এবং যারা হিফয করবে তাদের অন্তরে কোরআন ও হিফযুল কোরআনের আযমত ও মর্যাদা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

হিফযুল কোরআনের গুরুত্ব

হিফযুল কোরআন সম্পর্কে আরেকটু আলোচনা করা জরুরি। হিফযুল কোরআনের বিশেষ গুরুত্ব এই যে, দুনিয়ার জাতিবর্গের মাঝে হিফযুল কোরআন হল এই উম্মাহ্‌র অনেক বড় একটি গুণ, কৃতিত্ব ও মু'জিযা। চিন্তা করে দেখ, ছোট্ট একটি শিশু, যে কোরআনের না বোঝে অর্থ, না বোঝে মর্ম; বোঝেই বা কীভাবে, তার ভাষা তো আরবী না, তার ভাষা তো ফারসি, তুর্কী, উর্দূ বা বাংলা! অথচ সে এত হাজার, এত শ, এত আয়াতের বিশাল গ্রন্থ (যার নাম আসমানী কিতাব আলকোরআন)

হিফয করে, করতে পারে; এমনকি শুরু থেকে শেষ, তা শোনাতেও পারে। অথচ পৃথিবীর আর কোন ধর্মগ্রন্থ এমন না। এটা অবশ্যই কোরআনের মু'জিযা, এই উম্মতের মুজিযা। একটি শিশু যখন হিফযুল কোরআন সম্পন্ন করে তখন সে আল্লাহ্‌র সৈন্যদলে শামিল হয়। কারণ আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন আমিই কোরআন নাযিল করেছি, আর অতিঅবশ্যই আমিই তার মুহাফিয, বা নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী।

কোরআনের নিরাপত্তার অনন্য উপায়

কোরআনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হাফিযের বুক ও সীনাকে নির্বাচন করেছেন, হোক সে হাফিয আট বছরের, বা আটান্ন বছরের, অথবা আশি বছরের।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ কীভাবে এত বিকৃত হয়েছে? কারণ তারা সীনার স্থলে কাগজের উপর নির্ভর করেছে। পক্ষান্তরে কোরআনের নিরাপত্তা কিয়ামত পর্যন্ত নিশ্চিত, কারণ তা কাগজে লেখা হলেও লাখ লাখ ও কোটি কোটি হাফিযের সীনায় সুসংরক্ষিত, আর আগেই বলেছি, ঐ হাফিয আটান্ন ও আশিবছরের যেমন হতে পারে তেমনি হতে পারে আট বছরের সামান্য এক শিশু।

সুতরাং উম্মাহ্ ও তার কোরআনের এ মু'জিযা, হিফযুল কোরআনের এ 'যাহাবী সিলসিলা' ও সোনালী ধারাবাহিকতা যে কোন মূল্যে আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে।

দ্বিমতের ক্ষেত্র

উপরের এ আলোচনা হিফযুল কোরআনের প্রাচীনকেন্দ্র এবং মাদানী তাহফীযের নতুন কেন্দ্র পূর্ণরূপে একমত। দ্বিমত শুরু হয়েছে হিফযুল কোরআনের পদ্ধতি কী হবে, কোনটি সহজ ও নিরাপদ, আর কোনটি কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রশ্ন হল, হিফযুল কোরআনের অনন্য মর্যাদা অর্জনের জন্য আমরা কী বিপুল কোরবানি দিচ্ছি জীবনের, সময়ের, চরিত্র ও নৈতিকতার! কিতাবখানার মত হিফযুল কোরআনের পুরো বিষয়টিকে আমরা যদি

আলিম ও আহলে ইলমের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসি; যিনি কিতাব পড়ান তিনিই যদি কোরআনের হিফয পড়ান, তাহলে কি হিফযখানার তালিবীনের জীবন ও চরিত্রে এবং রুচি ও মননে গুণগত পরিবর্তন আসতে পারে না! হিফযখানায় যে সমস্ত উপসর্গ দুঃখজনকভাবে দেখা যায়, কিছু পরিমাণে হলেও কি তা কমে আসত না!

হিফযের কাদীম নেযাম ও প্রাচীন ব্যবস্থায় সময় অনেক ব্যয় হয় (কমপক্ষে তিন থেকে চার বছর, বা আরও বেশী)। পক্ষান্তরে বিভিন্ন অনিবার্য কারণে চিন্তা চেতনা এবং রুচি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অনেক বিপত্তি দেখা যায়।

একটি বিষয়ে আশা করি সবাই একমত হবেন যে, মক্তব ও হিফযের কোমলমতি, অঙ্কুর ও চারাতুল্য শিশুদের শিক্ষা ও দীক্ষা এবং সর্বপ্রকার যত্ন ও পরিচর্যার ভার ও দায়িত্ব এমন হাতেই অর্পণ করা কতর্ব্য, যারা যামানার বিচারে সবচে' উত্তম। আর কোন সন্দেহ নেই, এজন্য একজন আলিমই যোগ্য বিবেচিত হবেন। কারণ আহলে ইলমই যামানার শ্রেষ্ঠ অংশ। তাই হিফযখানা অবশ্যই পরিচালিত হওয়া উচিত কিতাবখানায় আহলে ইলমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। অথচ বর্তমান চিত্র! আমাদের হিফযখানা (ও মক্তবের) অধিকাংশই আলিম নন, শুধু হাফিয। যৌক্তিক অযৌক্তিক বিভিন্ন কারণে তারা ইলম ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ফলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, চিন্তা ও চেতনা এবং রুচি ও মননের দিক থেকে তারা বেশ পিছিয়ে। ফলে ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুরা সহজেই বিভিন্ন উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

একটি জ্বলন্ত প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে, অনন্ত শিশুদের শিক্ষা ও দীক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি ও উৎকর্ষ অর্জনের স্বার্থে! হিফযখানায় শিশুরা তো দিন-রাত কোরআনের ছায়ায় এবং কোরআনের নূর ও নূরানিয়াতের মধ্যে জীবন যাপন করে। তাহলে তো তাদের জীবন হওয়ার কথা কোরআনের ছায়ার শীতলতায় শান্ত ও প্রশান্ত এবং কোরআনের নূর ও নূরানিয়াতে সমুজ্জ্বল! অথচ বাস্তব অবস্থা কী এবং তার কারণ কী?

অন্যসবার মত আমিও হিফযখানার কঠিন সময় পার করেই জীবনের বর্তমান স্তরে উপনীত হয়েছি। সুতরাং সেখানকার ভালো ও কালো এবং আলো ও অন্ধকার সম্পর্কে আমি পূর্ণ অবগত।

হিফযখানার প্রথম সমস্যা হল, একটি কোমলমতি শিশু দিন-রাতের প্রায় পুরো সময় এমন কথা ও বাণী মুখস্থ করে যার অর্থ তার জানা নেই, ফলে অল্পতেই সে হয়ে পড়ে ক্লান্ত, বিষণ্ন ও অন্যমনস্ক। এক পর্যায়ে সে এমন কোরআনবিমুখতার শিকার হয় যে, তার মধ্যে পলায়নের প্রবণতা প্রবল হয় এবং সুযোগ পেলেই পালিয়ে যায়, যার জন্য কখনো কখনো শেকল দিয়েও বেঁধে রাখতে হয়! কী ভয়াবহ দৃশ্য!

মা-বাবা কিন্তু কোরবানি মনে করেই বুকে পাথর রেখে এগুলো মেনে নেন, এ আশায় যে, ছেলে একসময় হাফিয হয়ে তাদের কোলে ফিরে আসবে এবং তাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। এর পিছনে সম্ভবত নূরের তাজ পরার আশাটিও অবচেতন মনে হলেও কাজ করে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, নূরের তাজ এত সহজে ওঠে না মাথায়। বস্তুত সন্তানের উপর এটা এমনই যুলুম যার না আছে বৈধতা, না আছে প্রয়োজন।

সাধারণের মধ্যে আসাধারণ একজন মানুষ নূরের তাজ পরার লোভ এড়াতে পেরেছিলেন তার কলিজার টুকরো সন্তানকে কয়েদির মত দড়িবাঁধা অবস্থায় দেখে!

মাদরাসা ও আহলে মাদরাসার সঙ্গে তাঁর এমনই নিবিড় ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল যে, তাঁর যুক্তিসঙ্গত যে কোন অনুরোধ তারা রক্ষা করতেন। এমনকি ...

তো তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, সন্তানকে তিনি ঘরে সবক ইয়াদ করাবেন, আর সে মাদরাসায় গিয়ে সবক শুনিয়ে আসবে। এ ব্যবস্থা তিনি কঠিন গোরবতের মধ্যেও করেছিলেন, শুধু সন্তানকে কয়েদির নির্যাতন থেকে উদ্ধার করার জন্য। আহলে মাদরাসাকে তিনি বলেছিলেন, আর সন্তান তো কোরআনের মেহমান! তাকে আমি দড়িবাঁধা অবস্থায় দেখতে চাই না!

তিনি আমার বাবা! আজ কবরে মাটির ঘরে শুয়ে থাকা আমার মরহূম বাবা! আসুন, নিজ নিজ বাবা ও মায়ের জন্য একবার দু'আ করি, আল্লাহ্‌র শেখানো সেই দু'আ–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

মোটকথা, শিশুর জন্য যদি মক্তবে সুন্দর ও মমতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে শিশুটি অবশ্যই ফুলের কোমলতা ও সুবাস নিয়ে গড়ে ওঠবে। তারপর (হেফযখানা এড়িয়ে কিতাবখানায়) যদি একই রকম পরিবেশে তার জন্য উন্নত উপায়ে আরবীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, আর তাকে বোঝানো যায় যে, এর মাধ্যমে সে আল্লাহ্‌র কালাম বোঝার যোগ্যতা অর্জন করবে, আর যদি বিষয়টি সে বাস্তবেও অনুভব করে তাহলে আল্লাহ্ চাহে তো তার মধ্যে এমন আগ্রহ সৃষ্টি হবে যা শিশুকে অসাধ্য সাধনেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

আমার পেয়ারে ভাই, আমি যখন হেফযখানায় আল্লাহ্‌র কালাম হিফয করি, আর যখন তখন, কারণে অকারণে বা সামান্য কারণে পিঠে বেত পড়ে, তখন আমার অন্তরে বড় বড় ঢেউ উঠত, কখনো কষ্টের, কখনো ক্ষোভের, কখনো বিদ্রোহের। বল তো, আল্লাহ্‌র পাক কালাম যে হিফয করছে সে তো জান্নাতি শিশু, সে তো আমাদের সবার ইকরাম ও মর্যাদার দাবিদার। তার পিঠে কেন বেত পড়বে! সে কেন কাঁদবে! সে কেন কোরআনের ছায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে!

এতে কি শিশুর কোমল হৃদয়ে আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি মুহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে! তার অন্তরে তো কোরআনের প্রতি বিমুখতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হবে, যা বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে। হেফযখান থেকে বের হয়ে কোরআন তিলাওয়াত প্রায় ছেড়েই দেয়, হাঁ, যদি মালের হাতছানি থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

মোটকথা যে ক্ষতিকর ও দুঃখজনক চিত্রের কথা উপরে তুলে ধারা হল তা থেকে শিশুদের আমরা উদ্ধার করতে চাই।

এখন প্রশ্ন হল এর উপায় কী? উপায় হল প্রথমত হিফযুল কোরআনের আগে আমরা শিশুকে ফাহমে কোরআনের পথ দেখাব, যাতে সে বুঝ

ও উপলব্ধির সঙ্গে এবং আনন্দঘন পরিবেশে খুব সহজে হেফযের পথ পাড়ি দিতে পারে।

সবচে বড় কথা, যাতে বুঝ ও উপলব্ধির কল্যাণে কোরআনের ছোহবত দ্বারা সে পূর্ণ মাত্রায় উপকৃত হতে পারে।

বর্তমান ব্যবস্থায় হিফযের জন্য সাধারণভাবে একজন তালিবে ইলমের জীবনের তিন থেকে চার বছর সময় ব্যয় হয়, যার কোন প্রয়োজনই নেই। যে কাজ সাধারণত সহজেই ছয়মাস থেকে একবছরে অর্জন করা যায়, কেন তার জন্য জীবনের মূল্যবান তিনচারটি বছর ব্যয় করা হবে! খুব ভাল তো! কিন্তু এ জন্য আমাদের কী করতে হবে? কিছুই করতে হবে না, শুধু ছোট্ট একটি কাজ, কর্মের পদ্ধতির একটু পরিবর্তন! আগে কোরআন বুঝতে দাও, তারপর কোরআন হিফয করতে দাও। আল্লাহ্‌র রহমতে তোমার ছেলে, তোমার ভাই অতি অল্প সময়ে (দুই মাসে, চার মাসে, ছয় মাসে এবং একবছরে) হাফিযে কোরআন হয়ে যাবে, ইয়াদসহ। অর্থাৎ হিফযের সঙ্গেই ইয়াদ হতে থাকবে; 'শুনানি' নামের আলাদা কোন পেরেশানি থাকবে না। আমরা এমন ছেলেদের নিয়েই তাজরাবা করেছি, যাদের হিফয করার কোন সম্ভাবনা ছিল না, আল্লাহ্‌র রহমতে তারা সহজেই হাফিয হয়েছে!

* বর্তমান ব্যবস্থায় হেফযখানায় দেয়ার পর একজন মা-বাবা কেমন পেরেশান থাকেন, কেমন উৎকণ্ঠায় থাকেন, তা আমরা সবাই জানি। ছেলেটির অন্তরেও জমাট বাঁধে হিফযের ভীতি। এ চিন্তায় সে অস্থির থাকে যে, শেষ পর্যন্ত এ মহাসাগর পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে তো! পক্ষান্তরে হাফিয ছাহেব, তার তো বলতে গেলে পেরেশানির কোন অন্ত থাকে না।

তো মাদানী তাহফীযের ব্যবস্থায় সকল পক্ষকে আমরা যাবতীয় উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি দিতে চাই। ইনশা আল্লাহ্‌ আমাদের মাদানী তাহফীযের ছায়ায় হিফযুল কোরআন হবে আনন্দের কারণ, শান্তি ও প্রশান্তির কারণ। দেশকে আমরা এমন হাফিয উপহার দিতে চাই, যার পিঠে কখনো বেত্রাঘাত হবে না, যার মুখের হাসি কখনো মলিন হবে না। যার চিন্তা

ও চরিত্র, যার রুচি ও মনন কখনো কালিমালিপ্ত হবে না এবং যার সামনে চলার পথ কখনো বাধাগ্রস্ত হবে না; ইনশা আল্লাহ্!

এ পর্যন্ত আমাদের তাজরাবা ছিল দরসের পাশাপাশি আলাদা সময়ে হিফয করা। অর্থাৎ আছরের পর এবং শেষ রাতে। সামনে ইচ্ছা আছে, হিফযখনার মত দিনরাত হিফয করা। আশা করি তাতে অভাবিতপূর্ব সুফল আসবে ইনশা আল্লাহ্।

হয়ত কথাগুলো আমি গুছিয়ে বলতে পারিনি, তাছাড়া কিছু তিক্ত সত্য তুলে ধরতে হয়েছে, যাতে কারো না কারো মনে কষ্ট যেতে পারে। তবে আল্লাহ্ সাক্ষী উম্মতের কল্যাণ চিন্তা করেই যা বলার বলেছি। সত্যি, ভাবতে আমার কষ্টই হয় যে, একটি ছেলের জীবন থেকে তিন চার বছর খরচ হয়, যা অন্যান্য পড়ার মধ্যে থেকেও খুব সহজেই ছয় থেকে বার মাসে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে এত বছর উম্মতের কত শত কোটি বছরের অযৌক্তিক ব্যয় ঘটেছে! বর্তমানেও কী বিপুল পরিমাণ ব্যয় ঘটছে! ভবিষ্যতের চিত্রও কত করুণ হতে পারে, যদি আমরা নতুন চিন্তা গ্রহণ না করি এবং নতুন পথ অনুসরণ না করি। আমি জানি, পরিচিত পুরাতনকে ত্যাগ করা এবং অপরিচিত নতুনকে বরণ করা সহজ নয়, বেশ কঠিন। কিন্তু প্রতিটি দৃশ্য এবং প্রতিটি চিত্র তো এখন আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে! এখনো কি কবির ভাষায় আমাদের বলতে হবে, 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী!'

দারুল কলম
আশরাফাবাদ (কুমিল্লা পাড়া)
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১
জাওয়াল: ০১৬৭৫-৪৭৭৯৪৪